NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং উদ্দেশ্যমূলক সত্যগোপন

বেআইনি নির্মাণেও বুলডেজার নয়, নির্দেশ শীর্ষ আদালতের ৭

কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.9.2024, Vol.18, Issue No. 100 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর মামলার চতুর্থ শুনানি

সিবিআইয়ের স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখে ‘বিচলিত’ শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ফের ‘স্টেটাস রিপোর্ট’ জমা দিয়েছে সিবিআই। রিপোর্ট দেখে তিন বিচারপতি জানালেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের রিপোর্ট দেখে তাঁরা বিচলিত। সেই সঙ্গে, তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি রিপোর্ট প্রকাশ্যে না আনার নির্দেশ দিল বেঞ্চ। মঙ্গলবার চন্দ্রচূড় বলেন, ‘সিবিআই রিপোর্টে যা লিখেছে, তা খুবই উদ্বেগের।’ রিপোর্ট পড়ে তাঁরা বিচলিত বলেও জানান প্রধান বিচারপতি।

মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে আরজি কর মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানেই তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে ফের এক দফা রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় দলের তরফে সিবিআই আধিকারিক সত্যজিৎ সিং ওই রিপোর্ট বিচারপতিদের হাতে তুলে দেন। রিপোর্ট পড়ে দেখার পর তিন বিচারপতির মত, আরজি কর-কাণ্ডের তদন্ত ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়’ রয়েছে। এর পরেই প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, ‘সিবিআই ঘুমিয়ে নেই। তারা তদন্ত করছে। তদন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে।’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘তদন্ত চলছে। এই অবস্থায় রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে তদন্তপ্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’ তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে সিবিআইকে এক প্রকার বাহবাও দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তারা বলে, ‘আমরা তদন্ত রিপোর্ট দেখেছি। যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, তদন্তে সেগুলি উঠে এসেছে। ময়নাতদন্তের চালান দেওয়া হয়েছিল কি না, ময়নাতদন্তের পদ্ধতি যথাযথভাবে মানা হয়েছে কি না, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট; সব কিছুই রিপোর্টে বলা হয়েছে।’ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে কারা উপস্থিত ছিলেন, সেই সব নাম জমা দিতে হবে জুনিয়র ডাক্তারদের। নির্যাতিতার বাবা যে সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, খতিয়ে দেখতে হবে তা-ও। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, তদন্তের স্বার্থে ওই বিষয়গুলি নিয়ে সিবিআইকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। তদন্তে সাহায্য করবে কলকাতা পুলিশও। অগ্রগতি দেখে খুশি সুপ্রিম কোর্ট। তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু জানা যাচ্ছে না সে সব। তার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।

‘কবে কাজে ফিরছেন চিকিৎসকরা’, জানালেন ইন্দিরা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা দেশ। টানা প্রায় ৩৯ দিন ধরে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেও কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে অনড় আন্দোলনকারীরা। কবে কাজে ফিরবেন চিকিৎসকরা, এদিনের সুপ্রিম শুনানিতে প্রশ্ন করেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবল। মঙ্গল কিংবা বুধবারের মধ্যে জিবি বৈঠকে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই জানান জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং। চিকিৎসকদের যৌথমঞ্চের আইনজীবী করুণা নন্দীর সাফ জানান, কাজে না ফেরার জন্য নিরাপত্তাহীনতাই মূল কারণ। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারলে কাজে ফিরতে কোনও সমস্যা নেই তাঁদের। এক-দু’দিনের জিবি বৈঠকের পরই আন্দোলনকারীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলেই সাফ জানান জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং।

নাম ও ছবি সরানোর নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: গুগলে সার্চ করলে উইকিপিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের নাম। যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে, সেটির সঙ্গে মিল রয়েছে নির্যাতিতার হেয়ারস্টাইলেরও। অবিলম্বে উইকিপিডিয়া থেকে নাম ও ছবি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের। ধর্ষণ কিংবা যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে ন্যায় সংহিতার ৭২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, নির্যাতিতার নাম বা পরিচয় প্রকাশ্যে আনা যাবে না। আদালতের নির্দেশিকা না মানলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া যেতে পারে। হতে পারে দোষীর আর্থিক জরিমানা কিংবা জেল হেপাজত। তা সত্ত্বেও তরুণী চিকিৎসকের নাম এবং তাঁর হেয়ার স্টাইলের সঙ্গে সাযুজ্য রাখা ছবিতে আপত্তি প্রধান বিচারপতির। ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ‘সমাজমাধ্যমে বা সংবাদমাধ্যমে মৃতার পরিচয় প্রকাশ্যে এনে ভুল করা হয়েছে। তা মুছে ফেলতে হবে।’

রাতে মহিলাদের কর্মস্থল বিজ্ঞপ্তি মুছছে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: রাতে মহিলাদের কর্মস্থল সংক্রান্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি মুছে ফেলতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। আরজি করের ঘটনার পর মহিলাদের রাতের শিফটেরকাজ যতটা সম্ভব কমাতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রাজ্য। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তি। ‘বিতর্কিত’ ওই বিজ্ঞপ্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই এ বার প্রশ্ন তুলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হল রাজ্যকে। কী ভাবে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য, জানতে চাইলেন প্রধান বিচারপতি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে বিজ্ঞপ্তির ওই বিতর্কিত অংশ মুছে ফেলতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্যকে ওই বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নির্দেশ, রাজ্যকে ওই বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করতে হবে। তাঁর মন্তব্য, ‘নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। মহিলারা রাতে কাজ করতে পারবেন না, এ কথা বলতে পারেন না।’ রাজ্য সরকারের জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। তিনি বলেন, ‘বিমান পরিষেবা, সেনায় অনেক মহিলা রাতে কাজ করেন। ফলে এই বিজ্ঞপ্তি কেন?’

কলকাতার নয়া পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা

এসটিএফের দায়িত্বে বিনীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন মনোজ বর্মা। তিনি ১৯৯৮ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। মনোজ রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে নিযুক্ত ছিলেন। এর আগে তিনি কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনারের দায়িত্ব সামলেছেন। কলকাতা পুলিশে তিনি ডিসি ডিডি (স্পেশ্যাল), ডিসি (ট্র্যাফিক) পদেও ছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্ন জানিয়েছে, মনোজকেই কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার করা হল। আলোচনায় অন্য কয়েক জন আইপিএস অফিসারের নাম থাকলেও শেষ অবধি মনোজেই সিলমোহর দিয়েছে নবান্ন। একই সঙ্গে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের একাধিক পদে বদল আনা হয়েছে। কলকাতার সদ্যপ্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে পাঠানো হয়েছে এডিজি (এসটিএফ) পদে।

জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরানো হবে। রদবদল করা হবে পুলিশের অন্যান্য পদেও। মঙ্গলবারই সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মতো মঙ্গলবার দুপুরে নবান্নের তরফে এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হল, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানো হল বিনীতকে। তাঁকে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএএফ)-এর এডিজি করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই পুলিশের শীর্ষপদে করা হয়েছে বেশ কিছু রদবদল।

কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে বিনীতকে সরিয়ে সেই জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মনোজ বর্মাকে। তাঁর জায়গায় নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে জাভেদ শামিমকে। তিনি এত দিন ছিলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (আইবি)-এর এডিজি। ওই পদে বসানো হয়েছে জ্ঞানবন্ত সিংকে। তিনি এত দিন ছিলেন ডিরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস-এর ডিরেক্টর। রাজ্য পুলিশের এডিজি (এসটিএএফ) পদে এত দিন ছিলেন ত্রিপুরারি অথর্ব। তাঁকে ডিরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস-এর ডিরেক্টর পদে বসানো হয়েছে।

একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি (উত্তর) অভিষেক গুপ্তকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে ইএফআরের সেকেন্ড ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার পদে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ যে থানার আওতায়, সেই টালার দায়িত্ব এই ডিসি (উত্তর)-র উপর। অভিষেকের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে দীপক সরকারকে। তিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) ছিলেন।

গত ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছে। ওই দিন থেকে কর্মবিরতিতে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা পাঁচ দফা দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন। সেই পাঁচ দফার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল, কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীতের অপসারণ। পাশাপাশি ছিল ডিসি (উত্তর) অভিষেককেও অপসারণের দাবিও। সেই দুই দাবিই মেনে নিয়েছিলেন সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে মেনে নেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন অতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন অতিশী মারলেনা। পরিষদীয় বৈঠকের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দেবেন কেজরিওয়াল। সূত্রের খবর, তিনিই অতিশীর নাম প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর অতিশীই এ বার দেশের দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। দিল্লির আবগারি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি কেজরিওয়াল। তিনিই দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরেই আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান কেজরিওয়াল ঘোষণা করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। গত রবিবার দুপুরে দলীয় এক সম্মেলনে আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান জানিয়েছেন, দু’দিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেবেন তিনি। সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, পুনরায় ভোটে না জেতা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে তিনি আর ফিরবেন না। তার পর থেকেই দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী পদে কেজরিওয়ালের উত্তরাধিকারী হিসাবে পাঁচ জন আপ বিধায়কের নাম নিয়ে আলোচনা ছিল আপের অন্দরে। এই পাঁচ বিধায়ক হলেন অতিশী মারলেনা, সৌরভ ভরদ্বাজ, কৈলাস গেহলট, গোপাল রাই এবং ইমরান হুসেন। এই পাঁচ বিধায়ক ছাড়াও আলোচনায় ছিলেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতাও। সে ভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও স্বামীর গ্রেপ্তারির পর সুনীতাকেই দলের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় দিল্লির বাসিন্দাদের কাছে জেলবন্দি কেজরিওয়ালের বার্তাও তুলে ধরতেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে সকলকে পিছনে ফেলে দিলেন অতিশী।

হকিতে চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকির ফাইনালে চিনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৫ম বার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠা চিন প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিল। শট মারার জায়গা দেননি হরমনপ্রীতদের। ৫০ মিনিট পর্যন্ত গোল করতে পারেনি কোনও দলই। ৫১ মিনিটে ভেঙে গেল চিনের প্রাচীর। যুগরাজ সিং এগিয়ে দেন ভারতকে।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

অতিরিক্ত ওসি-কে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে এ বার সিবিআইয়ের ডাক পেলেন টালা থানার অতিরিক্ত ওসি। মঙ্গলবার বিকেলে পল্লব বিশ্বাস নামে ওই পুলিশ আধিকারিক সিবিআইয়ের সল্টলেকের অফিস সিজিও কমপ্লেক্সে যান। অতিরিক্ত ওসি-র সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী।

দুই স্বাস্থ্যকর্তাকে সরিয়ে দিল নবান্ন, চারটি পদে হল রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের আরও একটি দাবি কার্যকর করল রাজ্য। সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা (ডিএইচএস) কৌস্তভ নায়েক এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা (ডিএমই) দেবাশিস হালদারকে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, এত দিন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদে থাকা দেবাশিসকে বদলি করা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যের স্পেশ্যাল অফিসার অন ডিউটি পদে। স্বাস্থ্য অধিকর্তার পদে থাকা কৌস্তভ নায়েক ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা হচ্ছেন। রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা হচ্ছেন স্বপন সোরেন। নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার নাম পরে জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার মোট চারটি পদে রদবদলের কথা জানিয়েছে নবান্ন। এত দিন ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সুপর্ণা দত্ত। তাঁকে বদলি করা হচ্ছে, মেডিক্যাল এডুকেশন বা স্বাস্থ্যশিক্ষার ওএসডি পদে। রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যকর্তা স্বপন আগে ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন অ্যান্ড ইমিউনোহেমাটোলজির যুগ্ম স্বাস্থ্যকর্তা ছিলেন। সোমবার রাতে কালীঘাটের বাড়িতে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের অধিকাংশ দাবিই তাঁরা মেনে নিয়েছেন। মমতার কথায়, ‘৯৯ শতাংশ দাবি মেনে নিয়েছি। আর কী করব!’ তিনি জানান, জুনিয়র ডাক্তারদের পাঁচটি দাবির প্রথমটি সিবিআই এবং আদালতের বিষয়। বাকি চারটের মধ্যে তিনটেয় মান্যতা দিয়েছে তাঁর সরকার। তখনই তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা বলতেই ধমক প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: আরজিকর কাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার চলছিল সওয়াল-জবাব। এরই মধ্যে হঠাৎ উঠল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি। তাঁকে থেমে যেতে বলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, ‘এটা রাজনৈতিক ফোরাম নয়। আপনি একজন বারের সদস্য। আপনি কোনও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কী মনে করেন, তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা চিকিৎসকদের সমস্যার বিষয়টা দেখছি। আপনি যদি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলে নির্দেশ দেওয়া উচিত, তাহলে সেটা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।’ আইনজীবী না থামায় তিনি ধমক দেন। বলেন, ‘শুনুন আমার কথা। আই অ্যাম সরি, আমার কথা আগে শুনুন, নাহলে আদালত থেকে বের করে দেব।’

দলমত নির্বিশেষে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৪তম জন্মদিন। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাকে শুভেচ্ছা জানালেন দেশের এমন নেতারাও, সারা বছর যাঁদের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলা। এই মুহূর্তেও আমেরিকা সফরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির একাধিক মন্তব্য নিয়ে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছে। তার মধ্যেও জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না কংগ্রেস নেতা। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে রাহুল লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপনার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।’ এদিন মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। উল্লেখ্য, তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক তর্জা গোটা দেশের জানা। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে মোদিকে লাগাতার নিশানা করে আসছেন অভিষেক। সেই তিনিই এদিন রাজনৈতিক সৌজন্যের নিদর্শন রাখলেন।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল সাংসদ লেখেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং সুখ কামনা করি।’ বিরোধিতা এবং সৌজন্যের ভারসাম্যের কথা উঠে এল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে আপনার বিরোধিতা করব। কিন্তু, আমদাবাদ এপিসোডের সময় থেকে আপনার দৃঢ় স্মৃতিশক্তির কথা সবসময় মনে রাখব।’ মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং,গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Dalim Sekh, S/o. Asraf Sekh, গ্রাম-বেলডাঙ্গা বাবুপাড়া, পোঃ+থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গত ০৬/০৯/২০২৪ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম(এস) কোর্টের এফিডেভিটে Dalim Sekh ও Dalim Seikh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

Change of Name

I, **AMIT KUMAR GUPTA @ GUPTA AMIT KUMAR,** S/o **Ghanshyam Gupta**, residing at Bhawanipur, P.O : Kharagpur, P.S : Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur (W.B), PIN- 721301 henceforth be known as **AMIT GUPTA** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 5365/26, Dated 12/09/2024. **AMIT KUMAR GUPTA, GUPTA AMIT KUMAR** and **AMIT GUPTA** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রী অসিত কুমার নাথ, পিতা-ঁসদানন্দ নাথ, শ্রী রঞ্জিত নাথ, শ্রী সুজিত নাথ উভয়ের পিতা ঁপ্রভাস চন্দ্র নাথ, শ্রীমত্যা ডলি নাথ, স্বামী ঁরবীন্দ্রনাথ নাথ, শ্রীমত্যা কাজল নাথ, স্বামী ঁঅমল কুমার নাথ, শ্রীমত্যা রীতা গাঙ্গুলী, স্বামী ঁলাল্টু গাঙ্গুলী উভয়ের পিতা রবীন্দ্রনাথ নাথ, শ্রীমত্যা সাধনা নাথ, স্বামী ঁমহেন্দ্র লাল নাথ, শ্রী জয়দেব নাথ, শ্রী সুজন নাথ, শ্রী জয়ন্ত নাথ, শ্রী দেবব্রত নাথ উভয়ের পিতা ঁমহেন্দ্র লাল নাথ, শ্রীমত্যা অনিতা নাথ, স্বামী ঁগোষ্ঠ বিহারী নাথ, শ্রীমতি শম্পা নাথ, পিতা ঁগোষ্ঠ বিহারী নাথ, শ্রী কানাই লাল নাথ, পিতা ঁদেওয়ান চন্দ্র নাথ, শ্রীমত্যা ছবি নাথ, স্বামী মনীন্দ্রনাথ নাথ সকলের সাং গোকুলপুর, পো:- কাঁটাগঞ্জ, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৫০ বিগত ১৮/০২/২০২২ তারিখে IV-49/2022 দলিল বলে শ্রী অসীম কুমার নাথ, পিতা ঁসদানন্দ নাথ, শ্রী কাশীনাথ নাথ, পিতা শ্রী রঞ্জিত কুমার নাথ, শ্রী হিমাদ্রী শেখর নাথ, পিতা শ্রী কানাই লাল নাথ সকলের সাং গোকুলপুর, পো:- কাঁটাগঞ্জ, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৫০ মহাশয়গনকে ৭৩ নং মৌজার ৬০ নং দাগের মোট ৩৫.১৪ কাটা বা ৫৭.৯৮১ শতক জমির আমমোক্তার নিযুক্ত করি।

উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো রূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই সেপ্টেম্বর। ১লা আশ্বিন, বুধবার। পূর্নিমা তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(প্রেত পক্ষীয় তিলতর্পারম্ভ। ভদ্রী পুর্নিমা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াচ্ছে ডিভিসি, একাধিক জেলা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে রাজ্যের একাধিক জেলায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একটানা দুর্যোগের জেরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সাত ঘণ্টার মধ্যে পাঞ্চেত এবং মাইথন বাঁধ থেকে প্রায় ৩ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। এর ধরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বানভাসী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার নবান্নে জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। মুখ্য সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে ১০ জন প্রধান সচিব পর্যায়ের শীর্ষ আধিকারিককে ওইসব জেলায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাঠানো হচ্ছে। নিচু এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা শাসকদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে রাজ্য প্রশাসনের তরফে তিনি অনুরোধ জানান।

এদিন সকাল এগারোটার পর মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ কমানো হয়েছে। তবে পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া বাড়ানো হয়েছে। মাইথন থেকে প্রায় ২ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল। এখন সেখান থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। অন্যদিকে, পাঞ্চেত থেকে ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল। এখন সেখান থেকে প্রায় ৯০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে ডিভিসির দুটি বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ প্রায় একই থাকছে। প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক জল দুর্গাপুর ব্যারেজের দিকে যাচ্ছে। অন্যদিকে ডিভিসির দাবি, ঝাড়খণ্ড সরকার তেনুঘাট থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ায় পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দু'টি জলাধার থেকে জল ছাড়া হলে সেই জল দামোদর নদ হয়ে পৌঁছয় পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর ব্যারেজে। জলের চাপ বাড়তে থাকলে সেখান থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বেশি জল ছাড়া হলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলির খানাকুল, আরামবাগ, সহ দামোদরের তীরবর্তী এলাকাগুলি বানভাসি হতে পারে।

কোন সচিব কোন জেলায় থাকছে? ক্ষুদ্র শিল্প সচিব রাজেশ পান্ডেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাওড়া জেলার। আবাসন সচিব রাজেশ সিনহা দেখবেন বীরভূম। জনস্বাস্থ্য কারিগরি সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত, পশ্চিম মেদিনীপুর। কৃষি সচিব ওঙ্কার সিং মিনা দেখবেন হুগলি। খাদ্য সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকী পূর্ব মেদিনীপুর। পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন ঝাড়গ্রাম। অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ সচিব সঞ্জয় বনসাল পশ্চিম বর্ধমান। পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথন পূর্ব বর্ধমান। শিল্প সচিব পি মোহন গান্ধী পুরুলিয়া। শ্রমসচিব অবনীন্দ্র সিং দেখবেন বাঁকুড়া।

শাকসবজির কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে বদ্ধপরিকর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ এবং আসন্ন উৎসবের মরশুমকে সামনে রেখে শাকসবজির কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট হচ্ছে। এজন্য রাজ্য সরকারের গঠিত টাস্ক ফোর্স, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও পুলিশকে বাজারে নিয়মিত নজরদারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগে নিয়ে ফড়েরা যাতে সক্রিয় না হয়ে উঠতে পারে তা দেখতে বলা হয়েছে। আনাজপাতি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর বাজারদর পর্যালোচনা করতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন। সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরের মন্ত্রী, সচিব সহ শীর্ষ আধিকারিক ব্যবসায়ী সংগঠন, হিমঘর মালিক প্রতিনিধি ও সরকারের গঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররাও ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। সাম্প্রতিক দুর্যোগের জেরে ফসলের ক্ষতি হয়েছে কিনা এবং তার প্রভাব আগামী দিনে বাজারদরে পড়তে পারে কিনা সে বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনা হয়। সরকারি টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্র নাথ কোলে জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অতিবৃষ্টির জেরে সবজির কোনও ক্ষতি হয়েছে কি-না তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে পেঁয়াজের আমদানি কমে যাওয়ায় খুচরো বাজারে দাম বেড়ে গেছে। এমত অবস্থায় সুফল বাংলা স্টল গুলি থেকে সুলভে মানুষকে পেঁয়াজ সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৬২৪টি সুফল বাংলা স্টল রয়েছে। পুজোর আগে স্টলের সংখ্যা আরও বাড়াতে বলা হয়েছে। ভ্রাম্যমান স্টলের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সুলবে সবজি বিক্রি করা হবে। টাস্ক ফোর্সকেও নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে। সুফল বাংলার বিপণিগুলিতে কোন সবজি কত দামে বিক্রি হবে এখন তা আগের দিন জেনে নিতে পারছেন ক্রেতারা। www.sufalbangla.in ওয়েবসাইট খুললেই জানা যায় পরের দিনের সবজির দাম। আগে থেকে দাম জানা থাকলে নিজেদের সুবিধে ও প্র য়োজন অনুযায়ী সবজি কিনতে পারেন ক্রেতারা।

৯ সেপ্টেম্বর নবান্ন সভাঘরে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুজোর আগে জিনিসিপত্রের দামবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে তিনি বৈঠক ডাকার নির্দেশ দেন। তাই মঙ্গলবারের বৈঠকটি হচ্ছে। খাদ্যসামগ্রীর দাম নিয়ে নবান্নে কিছুদিন আগে মুখ্যসচিব একটি বৈঠক করেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করেই চলে যান। ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর জন্য শর্তসাপেক্ষে ব্যবসায়ীদের অনুমতি দেওয়া হয়। তার আগে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোয় নিষেধ ছিল। নবান্নের বৈঠকে রাজ্য সরকারের তরফে ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলিকে জানানো হয়, ভিন রাজ্যে পাঠানো হলেও রাজ্যের বাজারে যেন আলুর দাম না বাড়ে। ২ লক্ষ টন আলু পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে সুচিত্রা মিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুচিত্রা মিত্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৬ এবং ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তাঁকে এক উজ্জ্বলময় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। সহযোগিতায় রয়েছে পূরবী। ১৬ সেপ্টেম্বর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের গড়িয়াহাট শাখায় এই কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশের মাধ্যমে ২ দিনের স্মারক অনুষ্ঠান শুরু করে। এই অভিনব স্বর্ণমুদ্রাটি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী স্বাগতালদী দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী অলোকানন্দা রায়। সুচিত্রা মিত্রের দ্বারা নামাঙ্কিত সংস্থা 'পূরবী'-র প্রতিষ্ঠাতা মন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পরিচালক অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগতালদী দাশগুপ্ত বলেন, 'আজ এখানে এসে 'সুচিত্রা মিত্র স্মারক স্বর্ণমুদ্রা' প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। কারণ আমরা তাঁর মতো শিল্পীকে দেখেই অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু পেয়েছি আর অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি।' স্বাগতালদীর কথা টেনে একই সুর শোনা যায় অলোকানন্দা রায়ের গলাতেও। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমরা নিজেদেরকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করি যে সুচিত্রা মিত্রের প্রতি এই উজ্জ্বল শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরেছি, যিনি সত্যিকারের 'এক ও অদ্বিতীয়'। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এক লাইভ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করে সমাপ্তি হবে।

চেন্নাইয়ে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেন্নাইতে আটকে পড়া এরাজ্যের দুঃস্থ পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাদের চিকিৎসা ও অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি নিরাপদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয় হয়েছে রাজভবন। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ রাজ্যের ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিক চেন্নাইতে আটকে পড়েছিলেন। কাজ চলে যাওয়ায় অনাহারে ও চরম অর্থকষ্টে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। এদের মধ্যে পাঁচজন রেল স্টেশনে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাদের স্থানীয় একটি

সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিরা স্থানীয় পুরসভা পরিচালিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান পান। কেরালা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে এই শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে রাজ্যপাল চেন্নাইতে পৌঁছান এবং জরুরী ভিত্তিতে তাদের সহায়তার ব্যবস্থা করেন।। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাদের চিকিৎসা এবং অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। গুরুতর আহত দুজনকে ২৫ হাজার টাকা করে এবং বাকিদের ১০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য করেন রাজ্যপাল। রাজ্যে ফিরে আসতে চাওয়া সাত জন শ্রমিককে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করা হয় রাজভবনের তরফে।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এবছর দুর্গাপুজোয় নিয়ে এল 'অপরূপা' নামক ক্যাম্পেইন। যা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উৎসবকে উদযাপন করে। এই প্রচারাভিযানে তুলে ধরা হয় একজন নারীর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, তাঁর স্থিতিস্থাপকতা এবং তাঁর শক্তিকে। অপরূপা ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল একটি 'বনেদি রাজ বাড়ি' অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারের শৈলীর দুর্গা পূজার স্বাদ গ্রহণ করা। আকর্ষণীয় লাল থিম মা দুর্গার ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ব্র্যান্ড পরিচয় উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। ক্যাম্পেইন উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস চারজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঈশা সাহা, মধুমিতা সরকার, সৌরসেনী মৈত্র এবং স্বস্তিকা দত্ত। সঙ্গে ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর এবং মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইনের প্রধান মিসেস জয়িতা সেন।

বিধাননগরের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ । অষ্টম দিনের ছবি।

কলকাতা গার্ডেন রিচের স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ডেন-এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র।

MANDARAN-ITACHUNA SAMABAYA KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.

VILL.-MANDARAN, P.O.-ITACHUNA, DIST.-HOOGHLY.
REGD. NO.- 42 H. G., DATED 01-05-1961

:: খসড়া নির্বাচক তালিকা (Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ::

এতদ্বারা মান্দারন-ইটাচুনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে,সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে ইং-১৮.০৯.২০২৪ তারিখ বেলা ১২ টার সময়, থাকিবে ইং-০৩.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩ টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোন সদস্য/সদস্যাগনের কোন রকম দাবী বা আপত্তী থাকলে উপযুক্ত প্রমানসহ সমিতির অফিসে উপস্থিত হয়ে জানাতে হবে। পরবর্তী ইং-০৫.১০.২০২৪ তারিখ শুনানী হইবে এবং ইং-০৬.১০.২০২৪ তারিখে চূড়ান্ত তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে।

স্বাক্ষর/- মৌসুমী ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
তারিখঃ- ১৮.০৯.২০২৪ মান্দারন-ইটাচুনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করলেন পুরসভার কর্মীরা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

তৃণমূল নেতার বাড়ি-নার্সিংহোম সহ ৬ জায়গায় একযোগে ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের মঙ্গলবার সকালে অ্যাকশন মোডে ইডি। আরজি কর দুর্নীতিকাণ্ডে সাতসকালে ইডির হানা শহরের ছ'টি জায়গায়। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার একযোগে তল্লাশি চালায় ইডি। তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা সুদীপ্ত রায়ের উত্তর কলকাতার বাড়ি ও নার্সিংহোমে তল্লাশি চলে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দেয় ইডি।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিটি রোডের পাশে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। আখতার আলির অভিযোগের তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতারও করে সিবিআই। তাঁকে দফায় দফায় জেরা করছে সিবিআই। এবার সেই সূত্র ধরেই আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সুদীপ্ত রায়ের বাড়ি ও নার্সিংহোম ইডির স্ক্যানারে।

হুগলির দাদপুরের দাঁড়পুর গ্রামে সুদীপ্ত রায়ের বাংলোতেও এদিন অভিযান করে ইডি। এদিন সকাল ৬টা ৪৫ নাগাদ ইডির একটি টিম সুদীপ্ত রায়ের সিঁথির মোড়ের বাড়ি ও নার্সিংহোমে এসে পৌঁছয়। সূত্রে খবর, তখন ভিতরে ছিলেন সুদীপ্ত রায়। অন্যদিকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সন্দীপ জৈনের বাড়িতে এদিন পৌঁছয় ইডি। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যালের ইক্যুয়েপমেন্ট সাপ্লাই করতেন সন্দীপ জৈন। সেখান থেকে কমিশন পেতেন সন্দীপ ঘোষ বলেও অভিযোগ। সেই তদন্তেই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর বাড়ি ও অফিসে যায় ইডি। সন্দীপ জৈনের কোম্পানির নাম শ্রী ইয়স ট্রেডিং কোম্পানি। সেখানেও তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি আধিকারিকরা।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় লেক কালীবাড়ি।

বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যাবে ই-মেল করে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি নানা অভিযোগে সামনে এসেছে আরও এক নাম। বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যের একাধিক কলেজে নাকি চলত 'থ্রেট' কালচার। পড়ুয়ারা কে কেমন নম্বর পাবে, কার ক্ষেত্রে টুকলি করার অনুমতি আছে, কে কার সঙ্গে মিশবে এসবই নাকি ঠিক করে দিতেন তিনি! এবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে তৈরি হল বিশেষ তদন্ত কমিটি। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে, ছবি বা উপযুক্ত প্রমাণ-সহ একটি বিশেষ মেইল আইডি-তে মেইল করতে বলা হয়েছে। সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজের তরফ থেকে ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে একটি ই-মেইল আইডি-ও প্রকাশ করা হয়েছে। ত্র:ড্রন্তুনত্নদ্মগন্থ্বস্থ্রুত্রদ্রদ্ব. ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জানানোর সময় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অভিযোগ জানাতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি মেইল করে দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়া থেকে শুরু করে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর 'থ্রেট কালচার' শুরু করেছিলেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁকে বদলি করা হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্গত কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেও তাঁর পোস্টিং ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। এর আগে বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন সাগরদত্তের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান।

তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে বহু ছাত্রছাত্রীই অভিযোগ জানাতেন। কে কোন ক্লাস করাবেন, কে করবে, কে হস্টেল পাবে কি পাবে না, সে সব কিছু ঠিক হত বিরূপাক্ষের সিদ্ধান্তেই, এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। এবার বিরূপাক্ষর বিরুদ্ধে হাসপাতালের এইরকম একটা সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে চিকিৎসক মহল।

আসল খুনিরা যেদিন ধরা পড়বে, জয় সেদিনই হবে, বললেন বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'জয় সেদিনই হবে, যেদিন মেয়ের প্রকৃত খুনিরা ধরা পড়বে এবং বিচার হবে।' মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন চিকিৎসক তরুণীর বাবা-মা। এদিন তাঁরা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের ওপর তাদের ১০০ শতাংশ ভরসা আছে। দেশের শীর্ষ আদালত বিচার ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে গাইড করে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। সমাধান করার চেষ্টা অবশ্যই করবে।' কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের অপসারণ নিয়ে তাঁরা বলেন, 'যারা মেয়ের হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত। যারা প্রমাণ লোপাটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। সবাইকে যেন তদন্তের আওতায় আনা হয় এবং সকলে যেন শাস্তি পায়।' জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে তাঁরা বলেন, 'আন্দোলনকারীরা নিজেদের ছেলে-মেয়ের মতোই। বিচারের জন্য ওরা কষ্ট করে রাস্তায় বসে রয়েছে। তাতে আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে। নির্যাতিতার মা জানান, ২০২১ সালে যখন ডক্টর সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। তখন যদি মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ নিতেন। তাহলে তাঁর কোল ফাঁকা হতো না। তাদের মেয়েটা হারিয়ে যেত না।

'জাগো বাংলা'-র সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা সুখেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় পর থেকে কখনও ইঙ্গিতবাহী কার্টুন পোস্ট, কখনও আবার পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'-র সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ মহলে সাংসদ জানিয়েছেন, মূলত দলের বিভিন্ন কাজে এবং দলীয় সুপ্রিমোর একাধিক সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়েই এই পদক্ষেপ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, চিকিৎসক হত্যার ঘটনার প্রথম থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। শুরুতেই তিনি সওয়াল করেছিলেন, আরজি করের ঘটনা কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। এরপর রাত দখলের প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও যোগ দিতে দেখা যায় তাঁকে। যোধপুর পার্কের ধরনায় বসেন তিনি। এমনকী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুখেন্দু। লিখেছিলেন, বিনীত গোয়েলকেও যাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আর করের ঘটনাকে কেন আত্মহত্যা বলা হল সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে যদিও লালবাজারের তলবে সেই পোস্ট মুছে ফেলেন প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ।

অর্থাৎ আরজি কর কাণ্ড নিয়ে লাগাতার প্রশাসনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে সরব হয়েছেন সুখেন্দুশেখর রায়। বারবার নিজের অসন্তোষের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তিনি। এবার তৃণমূল মুখপত্র 'জাগো বাংলা'-র সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিতেই সুখেন্দুর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ক্রমাগত বাড়ছে জল্পনা।

আরজি কর দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে আরজি করে দুর্নীতির মামলায় তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট দিয়ে তাঁরা জানান, ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তদন্ত এখনও চলছে। এরপরই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, ২৫ নভেম্বর সিবিআইকে তদন্তে অগ্রগতির নতুন রিপোর্ট দিতে হবে।

আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের মামলার হাত ধরে উঠে আসে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা। যদিও আগেই এ নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আখতার আলি। তবে সে সময় সন্দীপের দাপটে সেই অভিযোগ খুব একটা দিনের আলো দেখতে পায়নি। কিন্তু আরজি করে ছাত্রী ধর্ষণ-খুনের মামলার অনুষঙ্গে এই সব ঘটনাও সামনে আসে। ফলে ছাত্রী ধর্ষণ-খুনের সঙ্গে আলাদা অভিমুখ পায় এই দুর্নীতি মামলাও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই দুর্নীতি মামলাতেই প্রথম গ্রেপ্তার হন সন্দীপ রায়। সিবিআই গ্রেপ্তার করে তাঁকে। এরপর ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণ-খুন মামলাতেও শ্যোন অ্যারেস্ট করা হয় তাঁকে।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির অভিযোগ ছিল, টেন্ডার দুর্নীতি, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ, হাসপাতালের বর্জ্য পাচার-সহ একাধিক দুর্নীতিতে যুক্ত সন্দীপ ঘোষ। এ নিয়ে আগে বারবার হাসপাতালে বিক্ষোভ হয়েছে, সুর চড়িয়েছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতারাও। এই মামলায় নতুন করে সিবিআই-রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের। আর কী কী চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে এই মামলায়, সেটাই দেখার।

পূর্বাঞ্চলে ইডির নয়া স্পেশ্যাল ডাইরেক্টর সুভাষ আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার স্পেশ্যাল ডাইরেক্টর পদে সুভাষ আগারওয়ালের জায়গায় এলেন সত্যব্রত কুমার। পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সদর দফতর কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সেই। সূত্রের খবর, ২০০৪ সালের ব্যাচের আইআরএস অফিসার এই সত্যব্রত। নীরব মোদি, মেহুল চকসি, বিজয় মাল্য, ইকবাল মির্চির-র মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তে যুক্ত ছিলেন তিনি।

নীরব মোদি ও মেহুল চকসির আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের মামলায় দেশের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ২০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ফিরিয়েছেন সত্যব্রত। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এবার বাংলায় দুর্নীতির লুকিয়ে রাখা টাকা খুঁজে বের করতেই সত্যব্রতকে এই গুরু দায়িত্ব দিল দিল্লি, তা নিয়েই।

ওয়াকিবহাল মহলের এক বড় অংশের মতে, রেশন দুর্নীতি থেকে শিক্ষা দুর্নীতি, একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কেসে অভিযুক্তদের জামিন নিয়ে ক্ষুব্ধ দিল্লি। একইসঙ্গে আরজি করের দুর্নীতির তদন্ত চলছে জোরকদমে। সিবিআইয়ের সঙ্গে তৎপর ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকেরাও। হাইকোর্ট থেকে জল গড়াচ্ছে সুপ্রিম কোর্টেও। ঠিক সেই সময়েই বদলি পূর্বাঞ্চলীয় শাখার প্রধান স্পেশাল ডাইরেক্টর। সে কারণেই তা নিয়ে চর্চা নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদিও এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের অফিসারদের দাবি, এটা রুটিন বদলি।

দু'বছরের শিশু কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছরের শিশু কন্যার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নিউটাউনের বালিগুড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় টেকনোসিটি থানার পুলিশ। শুরু হয় তদন্তও।

টেকনো সিটি থানা সূত্রে খবর, নিউটনের বালিগুড়ি এলাকায় ভাড়া থাকতেন বিহারের বাসিন্দা সামসুর মণ্ডল। সঙ্গে থাকতেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানও। সামসুর জানান, প্রত্যেক দিনের মতো সোমবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েন। ভোররাতে দেখতে পান তাঁর মোবাইল ফোন এবং তাঁর কন্যা সন্তান পাশে নেই। খোঁজাখুঁজি শুরু করে এলাকায়। এরপর সকাল ৮টা নাগাদ খবর পান পাশের একটি জলাশয়ে এলাকার ক'জন পানা সরাতে গিয়ে এক শিশু কন্যার দেহ ভাসতে দেখেছেন। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, তাঁর মেয়ের শরীরই জলে ভাসছে। এরপরই দ্রুত টেকনো সিটি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরিবারের সঙ্গে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকেরা। এমনকি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। বাড়ির বিছানা থেকে ওই শিশু কন্যা কীভাবে জলাশয়ে এল তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

যদিও প্রতিবেশীদের দাবি, বালিগুড়ি এলাকার ওই বাড়িতে আগে এক ব্যক্তি ভাড়া থাকতেন। তিনি সব সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন বলে তাকে বাড়িওয়ালা বার করে দিয়ে বিহারের এই পরিবারকে থাকতে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই ওই ব্যক্তির রাগ ছিল ওই পরিবারের ওপর। পুলিশ ওই ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। পাশাপাশি দু'বছরের এই শিশু কন্যার মৃত্যুর ঘটনায় কোনওভাবে ওই ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাইকোর্টে জামিনের আবেদন প্রত্যাহার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টে জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে নতুন নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসার জন্য সমস্তভাবে সাহায্য করবেন বলে নির্দেশ এসেছে। প্রয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি যে কোনও হাসপাতাল থেকেই চিকিৎসা করাতে পারবেন। সেই কারণেই এমন জ্যোতিপ্রিয়র সিদ্ধান্ত। আপাতত উচ্চ আদালতে জামিন মামলা নয়। নিম্ন আদালতে র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বাকিবুর, শঙ্কর আঢ্য জামিন পেয়েছেন। সেই পথে হেঁটে নিম্ন আদালতে যাবেন জ্যোতিপ্রিয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর অক্টোবরে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী। প্রায় ২১ ঘণ্টা একটানা তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ভোর রাতে তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। রেশন ডিলার বাকিবুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই জ্যোতিপ্রিয়র নাম নিয়ে বাড়তে থাকে চাপানউতোর। এরইমধ্যে সল্টলেকের দুটি বাড়ির পাশাপাশি বেনিয়াটোলে জ্যোতিপ্রিয়র বাবার বাড়িতেও যায় ইডি। তার আপ্ত সহায়ককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এদিকে চলতি বছরের শুরুতে রাজ্যের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন জ্যোতিপ্রিয়। বনমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। তাছাড়াও পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ ওড়ালেন চিকিৎসক এসপি দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ঘটনার পর থেকে উত্তরবঙ্গ লবির 'অলিখিত অভিভাবক' হিসেবে নাম এসেছে অস্থি ও শল্য চিকিৎসক এসপি দাসের। এবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ অস্বীকার করলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। উঠে আসে উত্তরবঙ্গ লবির কথা। অভিযোগ ওঠে, এসপি দাসই এসব কিছুর আসল মাথা। এরই প্রেক্ষিতে এসপি দাস জানান, 'আমি তো নবান্ন বা স্বাস্থ্য ভবনে বসি না। আমি নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকি।' তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসক বলে কারোর কোনও অনুরোধ থাকলে তিনি সরাসরি জানাতেন।

রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের তালিকায় রয়েছে কোনও চিকিৎসকদের বদলি থেকে প্রভাব খাটিয়ে কোনও ছাত্রছাত্রীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার মতো নানা অভিযোগ। আর এই প্রসঙ্গেই চিকিৎসকদের মুখে এসপি দাস নামটা উঠে এসেছে। একাধিক চিকিৎসক সংগঠন বারবার অভিযোগ করেছেন, বিশেষ একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সেই গোষ্ঠীর কেউ কেউ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করেছেন। তারপর সেই গোষ্ঠীটির নাম হয়ে গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ লবি। তার মাথাতেই রয়েছেন এই চিকিৎসক শ্যামাপদ দাস ওরফে এসপি দাস। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক বিপ্লব চন্দ্র দাস প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই যে দুর্নীতির সঙ্গে যাঁদের নাম উঠে আসছে, সন্দীপ ঘোষ, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে- এঁদের কে চালাতেন? সার্বিক মাথা কে?' এখানেই বারবার এসপি দাসের নাম উল্লেখ করেছে একাধিক চিকিৎসক সংগঠন, এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও। বিশেষ করে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে এস পি দাসের কথা উল্লেখ করেছেন আগেই। এমনকি সিপিএম, কংগ্রেসের তরফেও দাবি করা হয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোথায় কী হবে, তা সবটাই নাকি নির্ধারিত করতেন এসপি দাস। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্নও করতে দেখা যায়, 'স্বাস্থ্য দপ্তরটা কি পুরোটাই এসপি দাস চালাতেন? মুখ্যমন্ত্রী কি কিছুই জানতেন না? নাকি স্বাস্থ্যসচিবও কিছু জানেন না।' তবে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল চিকিৎসক এসপি দাসকে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান, 'আমার নাম কেন উঠছে? আমি অস্বস্তিতে রয়েছি। আমি নিজের প্র্যাকটিস নিয়েই ব্যস্ত থাকি।'

রোগীকে মৃত্যুকে ঘিরে সাগর দত্তে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে মঙ্গলবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃতার নাম প্রশান্ত কুমার সাউ। জানা গিয়েছে, টিটাগড়ের বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সাউ সুগার ও জ্বর নিয়ে সোমবার রাতে ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এদিন সকালে প্রশান্ত বাবুকে সাগরদত্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে। মৃতার আত্মীয়-পরিজনরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। র‍্যাফ-সহ পুলিশ বাহিনী এসে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। মৃতার দাদা বিনোদ কুমার সাউ বলেন, 'সুগার বেড়ে যাওয়ায় এবং জ্বর হওয়ায় ভাইকে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জ্বর না কমায় ভাইকে রক্ত দেওয়া হয়নি। জ্বর বেড়ে যাওয়ায় ভাইকে কামারহাটি সাগরদত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

এদিন সকাল ৭টা২৫ মিনিট নাগাদ ভাইকে সাগরদত্ত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। কিন্তু ভাইকে ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বিনোদ বাবুর দাবি, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। যদিও হাসপাতাল সুপার সুজয় মিস্ত্রি বলেন, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ঠিক নয়। তবুও অভিযোগ যখন উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

শিল্পাঞ্চলে ভ্যানিশ ভো-কাট্টা কলরব, নতুন প্রজন্ম মগ্ন স্মার্টফোনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি। একটা সময় বিশ্বকর্মা পুজো মানেই ছিল শরতের আকাশে রঙ-বেরঙের ঘুড়ির মেলা। বাড়ির ছাদ কিংবা মাঠ থেকে ভেসে আসতো ভো-কাট্টা কলরব। পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা চলত। সেইসঙ্গে কেটে যাওয়া ঘুড়ি ধরার মজাটাই ছিল আলাদা। কয়েক বছর আগেও বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিল্পাঞ্চলের আকাশ ছেয়ে যেত রং বাহারি ঘুড়িতে। অথচ আজ সবই অতীত। ডিজিটাল যুগে ঘুড়ি ওড়ানোর ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ বুঁদ হয়ে পড়েছে স্মার্টফোনে। ল্যাপটপ কিংবা মোবাইলে মাথা গুঁজে তারা 'আর্টিফিসিয়ালি' ঘুড়ি ওড়ানোর শখ মিটিয়ে নিচ্ছে। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে ছোট্টবেলায় সেই প্রাচীন ঐতিহ্য বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানোর চল।

ইতিহাস বলছে, একদা বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে সাজসাজ রব ছিল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে। কচিকাঁচারা বাবা-মায়ের হাত ধরে কলকারখানায় ঠাকুর দেখতে যেত। এখন শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশা। ধুঁকছে জুটমিলগুলোও। বেহাল শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানোর রীতিও মুখ থুবড়ে পড়েছে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে শ্যামনগরের শক্তিগড় টালিখোলার বাসিন্দা মাঝবয়সী শিবু সরকার বললেন, 'একটা সময় বিশ্বকর্মা পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল পাড়ায় পাড়ায়। অন্নপূর্ণা মিলের মাঠ কিংবা ঝিলের পাড়ে খুদে থেকে তরুণ, মাঝবয়সী এমনকি বয়স্কদের ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যেত। মাঞ্জা সুতো আর লাটাই নিয়ে ছোটাছুটি করতো কচিকাঁচারা।' তাঁর আক্ষেপ, দিন যতই এগোচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি ততই কমছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে নতুন প্রজন্ম মেতেছে স্মার্টফোনে। অপরদিকে, শ্যামনগর কাউগাছির বাসিন্দা তাপস বিশ্বাস বলেন, 'স্মার্টফোন মানেই গোটা দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। নতুন প্রজন্ম এখন মেতেছে মোবাইল ফোনে।' তাঁরও আক্ষেপ, খেলাধুলা ছেড়ে নতুন প্রজন্ম এখন বুঁদ হয়েছে স্মার্টফোনে। ঠিক তেমনি বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানো থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যুব সমাজ।

সম্পাদকীয়

যৌবনের এই বাঁধ ভাঙা আন্দোলনকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা শাসক বা বিরোধী কোনও দলেরই নেই

আর জি কর কাণ্ডের পর এই রাজ্যে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অপশাসন ও দুর্নীতি মানুষের মনে তুমুল ক্ষোভ ও তীব্র হতাশার জন্ম দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। আর জি করের ঘটনাতে সরকারের সন্দেহজনক ভূমিকা সাধারণ মানুষের ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এই নির্মম ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা সাধারণ লোক মেনে নিতে পারেননি। সত্য প্রকাশ ও ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে প্রতিবাদের এই রূপ এর আগে এই রাজ্য কখনও দেখেনি। এই ক্ষোভের মুখে রাজ্য সরকারের যতটা নমনীয় হওয়া উচিত ছিল, তা হতে আমরা দেখিনি। সে জন্যও সাধারণ লোক রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে আরও সন্দেহের চোখে দেখেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য অন্য রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় স্তরে যে সব পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলির তীব্র ভাষায় নিন্দা করা উচিত। এই পদক্ষেপগুলি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের স্কুলে দু'জন শিশুর উপর নিগ্রহকে প্রশাসন চেপে যেতে চায়, এবং প্রতিবাদীদের বিপক্ষে নানা মামলা রুজু করা হয়। উত্তরপ্রদেশের একটি ঘটনায় দুই দলিত কিশোরী জন্মাষ্টমীর রাতে পুজো দিতে বেরোয়, পরের দিন গাছের উপর তাদের ঝুলন্ত মৃতদেহ চোখে পড়ে। সেখানকার প্রশাসন এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করে। সারা দেশেই প্রশাসন নারীদের উপর অন্যায় অত্যাচারকে চেপে যেতে চেষ্টা করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে, বা কায়েমি স্বার্থকে বাঁচাতে। এ রাজ্যে আমরা দেখেছি প্রধান বিরোধী দল বিজেপি আর জি কর কাণ্ডের গণ-আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে নেমেছে। সাধারণ মানুষের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ, কিন্তু তার পটভূমিকায় নবান্ন অভিযান ও বাংলা বন্‌ধের ডাক দিয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। এই 'যৌবন জলতরঙ্গ' রোধ করার বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা শাসক বা বিরোধী, কোনও দলের নেই।

শব্দবাণ-৪৮

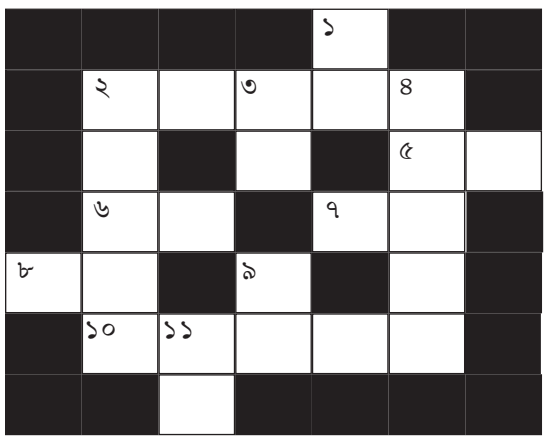

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. গাঁজাখোর ৫. হারের বিপরীত ৬. দুঃখ, ক্লেশ ৭. আবির ৮. ন্যায্য পাওনা চাওয়া ১০. নক্ষত্রখচিত ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.যারা ২. গদ্যে রচিত কবিতা ৩. কর্ম, কার্য ৪. অ্যালজেব্রা ৯. তেলেভাজায় ধাপ্পা! ১১. যুদ্ধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪৭

পাশাপাশি: ১. চট্টল ৩. অপদ ৫. তরাই ৬. কফিন ৭. আড়াই ৯. গরজ ১১. বদলি ১২. নম্বর ।

উপর-নীচ: ১. চলিত ২. লম্বাই ৩. অলীক ৪. দহন ৭. আজব ৮. ইমলি ৯. গঠন ১০. জঠর।

জন্মদিন

আজকের দিন

শাবানা আজমি

১৮৮৬ *বিশিষ্ট রজনীতিবিদ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অশ্বিনী পুনাপ্পার জন্মদিন।*

নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং উদ্দেশ্যমূলক সত্যগোপন

এস ডি সুব্রত

পলাশীর যুদ্ধে প্রহসন আর বিশ্বাসভঙ্গের সেই নির্মম খেলায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার কথা এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ইতিহাস অনেকেরই জানা । পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক সত্য গোপন করে পলাশীর যুদ্ধের মিথ্যাচারের ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

সিরাজের পতনের মধ্য দিয়ে যেহেতু উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়, সেহেতু ইংরেজ এবং ইংরেজ অনুগত ঐতিহাসিকগণ প্রাণপণে বাংলা বিজয়ের কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে সিরাজের চরিত্র, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গদেশ দখলের পরই ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখলের অভিপ্রায়ে উচ্চাভিলাষী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং লক্ষ্য অর্জনে নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ভারতবর্ষকে করায়ত্ব করে। স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকদের দেশদ্রোহী কাজে সহজেই সফল হয়েছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ দখল অভিযান। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে পতন ঘটে নবাব সিরাজউদ্দৌলার। অস্তমিত হয় স্বাধীন বাংলার শেষ সূর্য। ১৭৫৬ সালে উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে বিবাদ পেরিয়ে তরুণ সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। নবাবের খালা ঘসেটি বেগম, যোধপুরের ধনাঢ্য মাড়োয়ারি মুর্শিদকুলি খাঁ যাকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, সেই জগৎশেঠ এবং তার ভ্রাতা মহতব রাই ও স্বরূপ চাঁদ, রাজা জানকীরাম, রায়দুর্লভ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা মানিক চাঁদ, নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর, উমি চাঁদ, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীদের নানা প্রলোভনে বশ করে পলাশীর প্রহসন যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করে ইংরেজ বাহিনী। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মাত্র তিন হাজার সৈন্যের ক্লাইভের বাহিনীর কাছে বিনা যুদ্ধে নবাবের ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০ হাজার পদাতিক বাহিনীর পরাজয় ঘটে। পলাশীর যুদ্ধে মীর মদন এবং মোহনলালের বীরত্বপূর্ণ অবদান স্মরণীয়। মীর জাফরকে বাংলার মসনদে নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ষড়যন্ত্রকারীদের তালুবন্দি করে প্রহসনের পলাশী যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল। ইংরেজদের পুতুল নবাব মীর জাফরকে অচিরেই পদচ্যুত করে তারই জামাতা মীর কাসিমকে নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। বিনিময়ে মীর কাসিম বাংলার গভর্নর ও কাউন্সিলকে দুই লাখ পাউন্ড এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানিকে হস্তান্তরে বাধ্য হন। স্বাধীনচেতা মীর কাসিম মূলত নবাবি ক্রয় করেছিলেন। ইংরেজদের ক্রীড়নকের বিপরীতে বঙ্গের প্রকৃত শাসক হতে চেয়েছেন। যেটা ইংরেজ বিরোধিতার শামিল। ইংরেজবিরোধীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজবিরোধী সমর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। পরিণতিতে তাকে হারাতে হয় নবাবি এবং বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর দিল্লিতে পালায়ন করেন। বক্সার যুদ্ধের পর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিরোধে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এর পরের ইতিহাস ইংরেজদের শোষণ-লুণ্ঠন, অর্থ-সম্পদ, পণ্য ব্রিটেনে পাচারের ইতিহাস। যার মেয়াদকাল ১৯০ বছর।

পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই সিরাজ চরিত্র হননের একটি অসুস্থ প্রবণতা তৈরী হতে থাকে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সকল দায়-দায়িত্ব তার উপরেই নিক্ষেপ করা হয়। এটা সহজেই বোধগম্য যে, সিরাজের বিরোধিরাই পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিরাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ উত্থাপনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের ধারা বিবরণী। এই বৈঠকে সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হীন পরিকল্পার পক্ষে যে সকল যুক্তি দাঁড় করায় তা হচ্ছে- সিরাজ অসৎ এবং ইংরেজদের নির্যাতনকারী, তিনি ফরাসীদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ এবং সিরাজ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন যার ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহজেই ঘটতে পারে।

পলাশী যুদ্ধ জয়ী ইংরেজ বেনিয়ারা তাদের অনুগত লেখকদের দিয়ে ইতিহাস রচনায় অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। নিজেদের গুণকীর্তন এবং সিরাজউদ্দৌলার প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ নানা অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। সেসব ইতিহাসে লম্পট, মাতাল, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর, অপদার্থ, অর্বাচীন এসব নেতিবাচক অভিধায় সিরাজউদ্দৌলাকে অভিহিত করা হয়েছিল। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ইংরেজ বেনিয়ারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে রক্ষা করেছিল বঙ্গভূমিকে , ইংরেজদের আজ্ঞাবহ লেখকদের রচনায় এমন কথাও প্রকাশ পেয়েছিল। ইংরেজ বন্দনায় লেখক তালিকাবেল দীর্ঘ। উল্লেখযোগ্য ইউসুফ আলী রচিত তারিখ-ই-বাঙ্গলা-ই-মহব্বত জঙ্গি। আমির গোলাম হোসেন খাঁ তাবাতাবাই রচিত সিয়ার-উল-মতাখেরিন (শেষ শাসকবর্গের জীবনী)। ইংরেজ জর্জ উডনির নিরুদ্দেশে, মুনশি গোলাম হোসেন সেলিম জইদপুরী রচিত রিয়াজ-উম-সালাতিন। এ ধরনের ভারতীয় প্রচুর লেখক ফার্সি ভাষায় ইংরেজদের দেয়া নজরানার বিনিময়ে মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস রচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের রচনায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিষোদ্গার করে পলাশীর যুদ্ধের সব দায় নবাবের ওপর চাপিয়ে ইংরেজ বেনিয়াদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কল্পিত নেতিবাচক সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। এমন মিথ্যাচারে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র হননের কল্পিত কাহিনী সমাজে সিরাজউদ্দৌলা বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছিল ।

দখলদার ইংরেজদের ইমেজ রক্ষায় এবং প্রহসনের পলাশীর যুদ্ধের ঘৃণিত দায় থেকে ইংরেজদের অব্যাহতি

লাভের অভিপ্রায়ে মিথ্যাচারের ইতিহাস রচনায় ইংরেজরা প্রত্যক্ষ মদদ জুগিয়েছিল। স্বয়ং ইংরেজদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় সিংহাসনে আসীনের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা কখনো মদ্যপান করেননি। অথচ লম্পট, মদ্যপ ইত্যাদি কুখ্যাতির বোঝা তাকে যুগ-যুগান্তর বহন করতে হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিকৃত ইতিহাস রচনায় ইংরেজ এবং তাদের এদেশীয় অনুসারীরা যে বার্তাটি দৃষ্টান্ত রূপে স্থাপন করতে চেয়েছেন তার মূল কাঠামোটি ছিল ইংরেজদের আগ্রাসন এবং মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ চক্রান্তকে বিচ্ছিন্ন করা। প্রাসাদ চক্রান্তের ঘটনা না ঘটলে ইংরেজদের পক্ষে সমর ও রাজশক্তি রূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন হতো না। এই কথাগুলো বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সারা দুনিয়াব্যাপী ইংরেজদের উপনিবেশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উছিলায় দেশ দখলই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে বলেছেন — 'ইউরোপের দুই জোটের উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও যুদ্ধে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিণত হয়েছে সমর ও রাজশক্তি রূপে।' বণিকবেশে ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এসে পর্তুগিজদের উচ্ছেদ করেছিল। এরপর ফরাসি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে ফরাসি সামরিক অফিসারদের অধীনে ভারতীয়দের যুক্ত করে গড়ে তুলেছিল সৈন্যবাহিনী। ফরাসি সৈন্যবাহিনীর রণনৈপুণ্যে ব্রিটিশরাও সেনাবাহিনী গঠন শুরু করে। ইউরোপের পরাশক্তি বণিকের ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে এসেছিল। তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। সৈন্যবাহিনী গঠনের মূলে ছিল সামরিক অভিযানে ভারতবর্ষ দখল এবং উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। একে একে যখন গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন হয়ে যায়। মৃত্যুশয্যায় নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজ বেনিয়াদের অশুভ তৎপরতা শক্ত হাতে দমন এবং মাতৃভূমি রক্ষার তাগিদ পর্যন্ত দিয়ে গিয়েছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর নির্দেশ মোতাবেক নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে চেয়েছেন। পারেননি দরবারের গোপন শত্রু বিশ্বাসঘাতকদের কারণে। শুরুতে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নানা উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে সিরাজউদ্দৌলা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থানগত কারণেই কাশিমপুর কুঠির এবং কলকাতা অভিযানে (২০ জুন ১৭৫৬) বাধ্য হয়েছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে সিরাজের গোপন আঁতাতের ইংরেজ অভিযোগটিও ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কার্যকল্পিত। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাজ্যের শাসক হিসেবে সিরাজ তাঁর রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিতেই রাজ্যর মধ্যে নিরপেক্ষতার নীতি যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োগ করেন। কিন্তু ক্লাইভ নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে চন্দননগরে ফরাসীদের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ চালিয়ে তাদের কুঠিগুলো দখল করে নেন। এই পরিস্থিতিতে নবাব তাঁর আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ক্লাইভের আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত হন। তিনি ফরাসীদের গ্রেফতার করতে ইংরেজদের বাধা দেন। দক্ষিণ ভারতে একজন ফরাসী জেনারেলের কাছে নবাবের একটি চিঠি ইংরেজদের হস্তগত হলে ক্লাইভ এর মধ্যে নবাবের শত্রুতার সূত্র আবিষ্কার করেন। দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি ইংরেজদের হাতে পড়ে যায় এবং ইংরেজরা এই চিঠির মধ্যেই নবাব-ফরাসী গোপন আঁতাতের সন্ধান পায়। প্রহসনের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও হত্যার দায়মুক্তির জন্য অসংখ্য মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরেজরা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের ১৩৯ বছর পর (১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় অনন্য ইতিহাস রচনায় কেবল পলাশীর যুদ্ধের সত্যই উন্মোচন করেননি; নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উপনিবেশিক ইংরেজের বিরুদ্ধে আত্মদানকারী প্রথম বীর রূপেও গণ্য করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের ১৩৯ বছর পর দেশবাসী প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থে সর্বপ্রথম পলাশীর যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে পূর্বেকার লোভ ও স্বার্থপর লেখকদের বিকৃত ইতিহাস দ্রুত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমাণ করেছেন ইংরেজ বেনিয়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায়ভাবে দেশ দখল, অনাচার, শোষণ, লুণ্ঠন করেছিল। অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং অপর ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় প্রকৃত ইতিহাস রচনায় পলাশীর যুদ্ধের কলঙ্কের দায় অপরাধী ইংরেজদের ওপর চাপাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপনের জন্য ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তীব্র ভাষায় নবীনচন্দ্র সেনকে ভর্ৎসনা করেছেন। খ্যাতিমান ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থেও পলাশীর যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা দ্বিধাহীন চিত্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রক্ষা করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছেন। 'ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে তাকে প্রথম ভারতীয় বীর রূপে গণ্য করতে হবে।' অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তার গ্রন্থে উপরোক্ত কথাটি জোরের সঙ্গেই বলেছেন ।

ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতার জন্য সিরাজ ব্যর্থ হননি। ব্যর্থতার কারণ নিহিত ছিলো তাঁর লোকজনদের চারিত্রিক ত্রুটি, দেশপ্রেমের অভাব, ক্ষমতার মোহ। নবাবের নিজস্ব লোকজনদের বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভাবশালী বাঙালীদের স্বার্থপরতা, মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলার দুর্বলতর অবিচ্ছেদ্যতা, বাংলার অবিকশিত নৌবাহিনী, বিশ্বব্যাপী দেশ জয়ের ইউরোপীয় উন্মাদনা এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ফলাফল হিসেবেই সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল।

আনন্দকথা

''নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন — উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

''মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে. ওই দীপটা যদি আদপে না নপে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

''কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে — রক্ত, মাংস, চবি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

''আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম — ত্যাগ করবার জন্য। সাধ হয়েছিল সাচ্চা জরির পোশাক পরব, আংটি আঙুলে দেব, নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সাচ্চা জরির পোশাক পরলাম — এরা (মথুরবাবু) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম, মন এর নাম সাচ্চা জরির পোশাক। তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাঞ্চেত ও মাইথন বাঁধের ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি অণ্ডালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ঝাড়খণ্ডের অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বেড়েছে। মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। যে জল দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজে এসে পড়বে রাত আটটা নাগাদ। তার ফলে দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়বে। দামোদরের আশপাশের নিম্নবর্তী অঞ্চলে বন্যার হওয়ার সম্ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্গাপুরের দামোদর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ এখন দেড় লক্ষ কিউসেক। পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ার যে সব অঞ্চল দামোদরের ধারে, সেই জায়গাগুলোতে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান, সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মজুমদার।

এদিকে মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে অতি পরিমাণ জল ছাড়ার কারণে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অণ্ডালের মানা, রামপ্রসাদ পুর, পুবড়া ও দামোদর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। এলাকার অধিকাংশ জায়গায় এখন এক কোমর জলের তলায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার কারণে জলে ডুবেছে অণ্ডালের 'অণ্ডাল পরিবার' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আশ্রম। যেখানে এলাকার ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য চলে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। যেখানে ইতিমধ্যেই রয়েছে বহু ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যাদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া সমস্ত দায়িত্বই এখানে রয়েছে 'অণ্ডাল পরিবার' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার এই কর্মকেন্দ্রটি দামোদর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত।

অণ্ডাল ও পঞ্চায়েত গ্রাম থেকে আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার কারণেই বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কর্মকেন্দ্রটির অধিকাংশ অংশই জলে ডুবেছে বলে জানা যায়। ফলে চরম সমস্যায় কর্মকেন্দ্রে বসবাসকারী আবাসিকরা। বন্যা কবলিত এলাকাগুলি থেকে স্থানীয় মানুষদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করছে প্রশাসন।

বীরভূম জেলা পরিষদের বিশ্বকর্মা পুজো।

সিউড়ি পুরসভার বিশ্বকর্মা পুজো।

বন্যার জলের তোড়ে মৃত্যু এক বালিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বড়ঞা: মায়ের সঙ্গে ত্রাণ নিতে বেরিয়ে বন্যার জলের তোড়ে মৃত্যু হল দুর্গত এক বালিকার। মঙ্গলবার দুপুর মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার সোনাভাডুই গ্রামে। মৃত বালিকার নাম দিশা বাগদি (৯)। এক ঘণ্টার চেষ্টার পর স্থানীয় বাসিন্দারা মৃত বালিকার দেহ উদ্ধার করে। বন্যার জল পেরিয়ে গ্রাম থেকে রাজ্য সড়কের ত্রাণশিবিরে আসছিল দিশা। বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করা হলেও নৌকোর ব্যবস্থা না করায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের দাবি, ঝুঁকি নিয়েই ত্রাণ নিতে আসছিলেন গ্রামবাসী। ওই দলে ছিল দিশা। বড়ঞা ব্লকের বিডিও গোবিন্দ দাস বলেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চার দিনের টানা বৃষ্টিতে কুয়ো নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে বড়ঞা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। এদিন গ্রামের বাইরে হুদয়া ফরাক্কা বাদশাহী সড়কের ওপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছিল। ত্রাণ বন্টন করা হচ্ছে শুনে মায়ের সঙ্গে ত্রাণশিবিরে আসছিল দিশা বাগদি। গ্রাম থেকে রাজ্য সড়ক আসার রাস্তাটির ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে জল বইছিল। জলমগ্ন রাস্তায় পা হড়কে জলের তোড়ে ভেসে যায় দিশা। আশপাশের লোকজন তাকে দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি পর তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। দেহ কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বড়ঞা থানার পুলিশ। মৃতের পরিবার সহ গ্রামের মানুষ ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, 'টানা চারদিন ধরে গ্রামের রাস্তা জলে ডুবে আছে। প্রশাসনের কাছে বারবার দরবার করেছি নৌকো চালানোর। তবে প্রশাসন তাতে কর্ণপাত না করায় প্রাণ হারাতে হল একরত্তি মেয়েকে।' মৃতের বাবা বাবলু বাগদি বলেন, 'প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকোর ব্যবস্থা করা হলে এদিন মেয়ের মরা মুখ দেখতে হত না। এই দায় প্রশাসনের।'

ট্রেনের কামরায় বিশ্বকর্মা পুজো, ন্যায্য বিচারের দাবিতে প্রতিবাদের স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হইহই করে ট্রেনের কামরার ভেতরেই পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। সঙ্গে উঠল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান। এ যেন এক অভিনব বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন।

পুজোর আয়োজক হলেন ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা। কাটোয়া থেকে ৫৪৫ এ রওনা দেয় হাওড়া কাটোয়া লোকাল। হাওড়া পৌঁছয় ৮৪৫ এ। দীর্ঘ ১৪৫ কিলোমিটার রাস্তা প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে নিত্যযাত্রীরা কখন যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছেন একে অপরের। তাঁরাই নিজেরা চাঁদা তুলে প্রতি বছর পুজোর আয়োজন করেন লোকাল ট্রেনের চার নম্বর কামরার মধ্যে। দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে চলে আসছে তাদের এই পুজোর আয়োজন। এই বছরও বাদ পড়েনি পুজোর, লোকাল ট্রেনের মধ্যে পুজোর সঙ্গে উঠেছে, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' এর স্লোগান। পুজোর মধ্যেও তাঁরা বিচার চাইছেন কেবল। সেই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন অন্যান্য কামরার সহযাত্রীদের কাছেও। মঙ্গলবার সকালে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মূর্তি এনে স্থাপন করা হয় ট্রেনের কামরার মধ্যে। ফুল, সিকলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ট্রেনের গোটা কামরা। সমস্ত নিয়ম-কানুন রীতি নীতি মেনে মন্ত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে চলে বিশ্বকর্মা পুজো।

প্রতি দিনের যাত্রা পথে যাতে কোনও রকম সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সেই কারণেই বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করে আসছেন তাঁরা। অন্যদিকে আরজি করের ঘটনার বিচার মেলেনি। তাই বিশ্বকর্মা পূজার মধ্যেই আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ খুনের আসামিদের ন্যায্য বিচারের দাবিতে উঠে তাদের প্রতিবাদের স্লোগান।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জলে নেমে এলাকা পরিদর্শন জেলা পরিষদের সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জলে নেমে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করল জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ত্রাণ শিবিরে সরকারি খাবার দিতে নির্দেশ বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে। টানা বৃষ্টিতে বনগাঁ মহকুমা বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী গাইঘাটা বিডিও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে গাইঘাটায় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বলদেঘাটা ব্রিজ এলাকায় জলমগ্ন এলকা পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তিনি রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরন্দরপুর ইএফপি স্কুলের ত্রাণ শিবিরে যান সেখানে গিয়ে ত্রাণ শিবিরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সরকারি ভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চান।

ত্রাণ শিবিরে থাকা সাধারণ মানুষ জানান, তাদেরকে সরকারি ভাবে খাবার দেওয়া হচ্ছে না। এরপরে বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে দ্রুত খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন নারায়ণ গোস্বামী। বন্যা কবলিত সাধারণ মানুষ খাল সংস্কার এবং ত্রিপলের দাবি জানিয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে। ত্রাণ শিবিরে খাবারের বন্দোবস্ত করতে নির্দেশ দেওয়ায় খুশির ত্রাণ শিবিরের সাধারণ মানুষ। এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানিয়েছেন, 'সোমবার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। গাইঘাটায় আমরা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলাম। এলাকার মানুষ খাল সংস্কারের দাবি জানিয়েছে ত্রিপলের দাবি জানিয়েছে দ্রুত কি করে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে আমরা দেখছি। জলমগ্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।'

নোটিশ

সমবায় সমিতির নাম : **আদর্শ সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড।** রেজি. ২৩, তা: ২০/১২/১৯৬৩। ঠিকানা-বিরাডিঙ্গি, সি. টি. আই রোড, হাওড়া-৭১১১০৮। পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন-২০২৪। আগামী ০৬/১০/২০২৪ রবিবার অত্র সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সময়- সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত (অবিরাম), স্থান - সমিতির নিজ অফিস গৃহ। নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি শ্রী তমাল গুহ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমত্যানুসারে
সুরজিৎ সাহা (এ.আর.ও)

SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.
CIN: U67120WB1996PTC050711
Regd. Office: Room No. 0125, The Chambers Mall, 1865 Rajdanga Main Road, Kolkata 700107
Tel: 033-4041 7305; email: gbkresources@gmail.com

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF SRI GBK RESOURCES PVT. LTD. (THE COMPANY)

OFFER TO ALL THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BUYBACK UPTO 8,25,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10/- EACH OF THE COMPANY AT A PRICE OF INR 56.03 PER EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH (PAYMENT THROUGH BANKING CHANNEL), ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE UNDER THE COMPANIES ACT, 2013

This offer opening advertisement is being issued to all the Equity Shareholders of the Company for buy-back of upto 8,25,000 Equity Shares on a proportionate basis, through the tender offer route in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 & rules made thereunder at a price of INR 56.03 per Equity Share, payable in cash (payment through banking channel), for an aggregate amount not exceeding INR 4,62,24,750/-.

The dispatch of the Letter of Offer to all the Equity Shareholders via email has been completed on 17th September, 2024 and the same has also been sent to all the shareholders by hand delivery on 17th September, 2024.

All the Equity Shareholders of the Company are eligible to participate in the buy-back by providing his/her/its application in writing in the Tender Form signed by all the Shareholders (in case of joint holding) stating name, address, folio number, number of Equity Share(s) held, Share Certificate Number, Number of Equity Share(s) tendered for the buy-back and the distinctive numbers thereof, enclosing the original Equity Share Certificate(s), copy of Shareholder's PAN card and executed Share Transfer Form in favour of the Company. All the shareholders of the Company are holding equity shares in physical mode only and not in demat form.

The buy-back offer was approved at the Board Meeting held on 15th September, 2024 and at an Extraordinary General Meeting (EGM) held on 17th September, 2024.

The buy-back offer opens on 19.09.2024 and closes on 21.09.2024.

Please note that the EGM to approve the buy-back was held at a shorter notice with the consent of all the shareholders of the Company and the buy-back offer shall remain open for three days (a period less than fifteen days) with the consent of all the shareholders of the Company.

For **SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.**
Sd/-
Director

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড
CIN : U91990WB1946GAP013261
রেজি. অফিস : ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : admin@hindusthanclub.com, **ওয়েবসাইট :** www.hindusthanclub.com
ফোন : ০৩৩ ৪০১৭ ৫৫৫৫

৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোর্ট ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড ('ক্লাব' বা 'কোম্পানি') সদস্যদের ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে রেজিস্টার্ড অফিস ৪/১, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ঠিকানায়, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
২. ২০২৪ সালের এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানিতে নিবন্ধিত। ক্লাবের ওয়েবসাইট www.hindusthanclub.com-এও এটি উপলব্ধ। ০৭.০৯.২০২৪ তারিখে এজিএমের নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে।
৩. সাধারণ সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৭৮ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয় (গুলি) ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে
ক. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিষয় (গুলি) বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে;
খ. দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শুরু হবে (সকাল ৯টায়)
গ. দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হবে (বিকেল ৫টায়)
ঘ. শুরু হওয়া বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মটি আবার সক্রিয় করা হবে দুপুর ৩টায় (আইএসটি) যতক্ষণ না এজেন্ডা নং ২ বৈঠকে তোলা হয়।
ঙ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
চ. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যারা ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তারা লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং তাই প্রযোজ্য নয়।
ছ. সদস্যরা মনে রাখবেন যে ক) ভোট দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না; খ) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাগুলি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে; এবং গ) যে সদস্যরা এজিএমের পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ক্লাবের ওয়েবসাইট www.hindusthanclub.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং https://www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বার্স, জি ব্লক, প্লট নং - সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৫১ মনোনীত ই-মেইলে evoting@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com বা টেলিফোন নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০-এ পাঠিয়ে। সদস্যরা ক্লাবের রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় লিখতে পারেন।

হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সুধীর সাতনালিওয়ালা
সম্মানীয় সেক্রেটারি
ডিন : ০০৭২৫১৭৫
পরিচালক/সম্মানীয় সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

সংশোধনী

গত ইংরাজি ০৭.০৯.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **"বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি"** বিজ্ঞাপনে টেবিলের প্রথম কলমে ঋণগ্রহীতা মুহাম্মদ আবদুল্লার **অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা:** '৪২০৪৭৭৬১০০০১১০২ এবং জামুরিয়া শাখা' -এর পরিবর্তে **'৪২০৪৭৭৬১০০০১১০২ এবং জাউগ্রাম শাখা'** শাখা পড়তে হবে। অনান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

SINGTI-GUTI-ATRA-BILASPUR S.K.U.S LTD.
Regd. No.-37, Date-26/05/58
Vill.-Singti, P.O.-Guti, P.S. & Block-Jangipara, Dist.-Hooghly, West Bengal
Memo No.-157/24-25, Date- 13.09.2024

নোটিশ

অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিশদে জানতে সমবায় অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/- Manager
Singti-Guti-Atra-Bilaspur S.K.U.S Ltd.

ইউনিয়ন ব্যাংক Union Bank

আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬

লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

বাঁশকোপা/মুচিপাড়া/বিধাননগর এলাকায় দুর্গাপুর পুরসভা অধীন (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অগ্রাধিকার), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, একতলায় (বা দোতলায়) **১২০০ থেকে ১৭০০ বর্গফুট** কার্পেট এরিয়া পরিমাণ দখল দিতে প্রস্তুত/ নির্মীয়মান সুগঠিত নির্মাণ বাণিজ্যিক প্রেমিসেস ব্যাঙ্কের আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট দেখুন **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app। নির্ধারিত বয়ানে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ০৩/১০/২০২৪ তারিখ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।**
"টেকনিক্যাল বিড" এবং **"প্রাইস বিড"** টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন/ড্রইং সহ প্রস্তাব **দুই পৃথক সিলকরা খামে** ১. টেকনিক্যাল বিড, ২. প্রাইস বিড শীর্ষাঙ্কিতভাবে দাখিল করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে পূরণকরা ফর্ম উক্ত ঠিকানায় রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে।
টেকনিক্যাল বিড খোলা হবে **০৩.১০.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায়** উক্ত ঠিকানায়। জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ ডাক খোলার সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনও দালাল বা মধ্যস্থকারী অনুমোদিত নয়।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	বিনয় কৃষ্ণ মাহতো	০০২০৫৮৬	৩৯৫২	৭৪৬৯১৯১-৭৪৭৩৫৬৫	৪৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	বৈদ নাথ মাহাতো	০০২০৫৮৫	৩৯৫১	৭৪৬৪৮১৬-৭৪৬৯১৯০	৪৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু,
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ এবং দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**শ্রী সরফরাজ আনসারি,** পিতা প্রয়াত আবদুল কাইয়াম, ৩/এইচ/১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৯ এবং ৭০ ম্যাকেঞ্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৮ এবং ফ্ল্যাট নং সি,৩য়তল, হোল্ডিং নং ৬১(১১৬) নর্থ স্টেশন রোড, পো : আগরপাড়া, কলকাতা : ৭০০১০৯ এবং শ্রী মহ খুরসিদ পিতা মহ রফিক, ৭০ ম্যাকেঞ্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৮ **শাখা : টালিগঞ্জ**	**২২.০১.২০১৯ এবং ১২.০৯.২০২৪ ১৯,০১,৫৮৪.০০ টাকা (উনিশ লাখ এক হাজার পাঁচশ চুরাশি টাকা)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং সি, ৩য়তল, পরিমাণ ৯০৬ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ হোল্ডিং নং ৬১(১১৬), নর্থ স্টেশন রোড, পো : আগরপাড়া, কলকাতা : ৭০০১০৯,আরএস দাগ নং ৫৬৭,হাল খতিয়ান নং ২২৩, মৌজা : তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, আরএস নং ২৭,তৌজি নং ১৭৮, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পার্থ চ্যাটার্জির জমি, হোল্ডিং নং ১১৪, নর্থ স্টেশন রোড,**দক্ষিণে :** দেবরূপায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১১৬, নর্থ স্টেশন রোড, **পূর্বে :** নর্থ স্টেশন রোড আগরপাড়া, **পশ্চিমে :** কাইতি চট্টোপাধ্যায়, আগরপাড়া।
২.	**মহ মীরাজুদ্দিন,** পিতা প্রয়াত সামিনুল্লা, সাকিন : ৩ কে বি ক্রস লেন,নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা : ৭০০০১১ এবং আরও ফ্ল্যাট নং সি, ৫মতল,হোল্ডিং নং ৬১(১১৬), নর্থ স্টেশন রোড, পো: আগরপাড়া, কলকাতা : ৭০০১০৯ এবং জামিনদাতা **মহ মহম্মদ আজাদ,** সাকিন : ১/১, কে বি ফার্স্ট লেন নারকেলডাঙ্গা,কলকাতা :৭০০০১১। **শাখা : টালিগঞ্জ**	**২২.০১.২০১৯ এবং ১২.০৯.২০২৪ ২১,৯২,৩৮৭.০০ টাকা (একুশ লাখ বিরানব্বই হাজার তিনশ সাতাশি টাকা)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং সি, ৫ম তলে,পরিমাণ ১০০০ বর্গ ফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, জমির যথাযথ ভাগ হোল্ডিং নং ৬১(১১৬), নর্থ স্টেশন রোড, পো : আগরপাড়া, কলকাতা : ৭০০১০৯, আরএস দাগ নং ৫৬৭, আরএস খতিয়ান নং ২২৩, মৌজা : তারাপুকুরিয়া, জেএল নং ১২, আরএস নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পার্থ চ্যাটার্জির জমি, হোল্ডিং নং ১১৪, নর্থ স্টেশন রোড, **দক্ষিণে :** দেবরূপায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১১৬, নর্থ স্টেশন রোড, **পূর্বে :** নর্থ স্টেশন রোড আগরপাড়া, **পশ্চিমে :** কাইতি চট্টোপাধ্যায়, আগরপাড়া।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১০.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.১০.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার পাঁচশ বারো টাকা) টাকা ০৯.০৩.২০১৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়াড ব্যাপার প্রা. লি.,** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা ৭০০০০১, **এবং** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রী রাজেশ সুরেকা** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **৮৬,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৮,৬০,০০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল এবং ১৮ ডেসিমেল) মৌজা : চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং অংশ ১৬৯, খতিয়ান নং আরএস ৭২ এবং এলআর ৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেন রোড, পো : মধ্যমগ্রাম, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪, (বামনমুড়া মেন রোডের উত্তর দিকে জমি অবস্থিত এবং গমনাগমন করা যায় ৮ ফুট চওড়া চলার পথ দিয়ে)। স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিল নং ১২৬২৯/২০১২ এবং দলিল ঘোষণা ১৪৩৭৭/২০১২। **(স্বত্বাধিকারী মেসার্স অ্যালায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা : চন্দনহাটি,দক্ষিণে :অংশত প্রাইভেট রোড এবং অংশত অবশিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা চন্দনহাটি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৭০, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৮.১০.২০২৪	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৮.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India
আঞ্চলিক অফিস- দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা , বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন: ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেইল আইডি: cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফেইসি এক্ট ২০০২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সারফেইসি এক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণ এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এক্ট -এর সেকশন ১৩(৪) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(১) -এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে ঋণগ্রহীতাদের নামের সাপেক্ষে নিম্নে বর্ণিত তারিখে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য নিম্নে বর্ণিত অর্থ ও তার উপর সুদ **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের (সিকিউরিটি প্রপার্টিজ) দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট এর নাম/ ঋণগ্রহীতার নাম/ জামিনদার এবং শাখা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	১. **শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার** পিতা- প্রয়াত দিগম্বর কর্মকার ২. **শ্রীমতী চিত্রা কর্মকার** স্বামী- ভীম চন্দ্র কর্মকার উভয়েরই ঠিকানা: হাউস নং- জিএন১০৫, রাকেশ শর্মা অ্যাভিনিউ, সেক্টর , ২বি, বিধাননগর, থানা - নিউ টাউনশিপ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭১৩২১২। **শাখা : বিধান নগর**	ক) ১১.০৬.২০২৪ খ) ১২.০৯.২০২৪ গ) ২৮,৪১,৭৭৮.৪১ টাকা (আঠাশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো আটাত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে তার উপর সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**যার নামে সম্পত্তিটি আছে- শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার,** পিতা- প্রয়াত দিগম্বর কর্মকার জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই- ৭১৭৬/২০০৮, লেআউট প্লট নং. জিএন-১০৫, মোট এলাকা- ৫.০৩ কাঠা, সিএস প্লট নং -২১৯ (অংশ), মৌজা - গোপীনাথপুর , জেএল নং- ৮৫, তৌজি নং- ১, খতিয়ান নং- ১৪৭, ১৫১, ১৬৩, সেক্টর , ২বি, বিধাননগর, থানা - নিউ টাউনশিপ, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- সেক্টর ২(বি) বিধাননগরে এডিডিএ রোড, দক্ষিণ- সেক্টর ২(বি) বিধাননগরে লেআউট প্লট নং জি-৫৫, পূর্ব- সেক্টর ২(বি) বিধাননগর এডিডিএ পার্ক, পশ্চিমে-সেক্টর ২(বি) বিধাননগরের এডিডিএ রোড দ্বারা (দলিল অনুযায়ী)।
২.	১. **প্রদীপ কুমার মজুমদার** পিতা- শান্তি রঞ্জন মজুমদার হাটুদেওয়ান, বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭১৩১০১ **শাখা : হাটুদেওয়ান**	ক) ২১.০৫.২০২৪ খ) ১২.০৯.২০২৪ গ) ৪৫,৫৫,৭১২.৮৮ টাকা (পয়তাল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশো বারো টাকা এবং আটাশ টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে তার উপর সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**যার নামে সম্পত্তিটি আছে- প্রদীপ কুমার মজুমদার,** পিতা- শান্তি রঞ্জন মজুমদার। হাটুদেওয়ান, বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭১৩১০১ জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং ৮৯১২/২০০৯, মৌজা - রায়ান, জে এল নং ৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৭৫, এলআর প্লট - ২৩, জমির মোট এলাকা ০.২০ একর। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- প্লট নং ২৩/পি, দক্ষিণ- প্লট নং ২৩/পি, পূর্ব- বর্ধমান কাটোয়া রোড, পশ্চিম- প্লট নং ২৩/পি দ্বারা।
৩.	১. **গৌতম পাল** পিতা- প্রয়াত হাবল চন্দ্র পাল গ্রাম- সুরুল পূর্ব, শ্রীনিকেতন, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩১২০৪ তে **শাখা : বোলপুর**	ক) ২০.০৫.২০২৪ খ) ১১.০৯.২০২৪ গ) ৯,০১,৯৮৯.০০ টাকা (নয় লক্ষ এক হাজার নয়শো উননব্বই টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে তার উপর সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**যার নামে সম্পত্তিটি আছে- গৌতম পাল,** পিতা- মৃত হাবল চন্দ্র পাল গ্রাম- সুরুল পূর্ব, শ্রীনিকেতন, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ , ৭৩১২০৪ -তে জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি) এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং ৬১৬৮/ ১৯৯২, আরএস এবং এলআর. প্লট নং ৪৫০৮, পূর্বতন খতিয়ান নং ১১৫৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৪৫৬৭, মৌজা - সুরুল, জেএল. নং ১০৪, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- প্লট নং ৪৪৬২, ৪৪৬৪, দক্ষিণ- প্লট নম্বর ৪৫০৬ এবং রাস্তা, পূর্ব- প্লট নম্বর ৪৫০৭, পশ্চিম- প্লট নম্বর ৪৫০৯, ৪৫১০ দ্বারা।
৪.	১. **সুকুমার অঙ্কুর** পিতা- ধ্বজাধারী অঙ্কুর, গ্রাম ও পোস্ট- গড়গড়িয়া থানা - পানরুই, জেলা - বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ **শাখা : বোলপুর**	ক) ২০.০৫.২০২৪ খ) ১১.০৯.২০২৪ গ) ৫,৯৭,৪৯২.১২ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশো বিরানব্বই টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে তার উপর সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**যার নামে সম্পত্তিটি আছে- সুকুমার অঙ্কুর,** পিতা- ধ্বজাধারী অঙ্কুর, গ্রাম ও পোস্ট- গড়গড়িয়া, থানা - পানরুই, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি)এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং ৭৬৭০/ ২০১৭, বর্তমান এলআর. খতিয়ান নং ৬৫৯, পূর্বতন এলআর. খতিয়ান নং ১১৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৩১, জমির এলাকা: ০২ ডেসিমেল, মৌজা - বঙ্গজিতা, জেএল নং ১৮২, জেলা - বীরভূম, **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- ধ্বজাধারী অঙ্কুর এর বাড়ি, দক্ষিণ- বাসুদেব মুখার্জির খালি জমি, পূর্ব- গোসাইন ডোমের কমন প্যাসেজ এবং টিনশেড, পশ্চিম- মানকি ডোমের বাড়ি দ্বারা।
৫.	১. **শঙ্কর উপাধ্যায়** পিতা- প্রয়াত রাজনাথ উপাধ্যায় এবং ২. **অনিল উপাধ্যায়** পিতা- শঙ্কর উপাধ্যায় **দুজনেরই বাসস্থান:** হাতীবাঁধ, রামনিবাস লেন, পোস্ট - রানিগঞ্জ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৪৭ **শাখা : রানিগঞ্জ**	ক) ২১.০৫.২০২৪ খ) ১১.০৯.২০২৪ গ) ৩,৯৬,৪৪০.৬৩ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো চল্লিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে তার উপর সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**যার নামে সম্পত্তিটি আছে- শঙ্কর উপাধ্যায়,** পিতা- প্রয়াত রাজনাথ উপাধ্যায়, ঠিকানা-হাতীবাঁধ, রামনিবাস লেন, পোস্ট - রানিগঞ্জ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান পিন- ৭১৩৩৪৭ জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং ৫০৭৬/২০১০, আরএস. প্লট নং ২৩৯, এলআর প্লট নং ২৪৫, সংশ্লিষ্ট আরএস খাতা নং ২৪, এলআর খাতা নং ১৪৭, বর্তমান এলআর খাতা নং ২২৩৬, ওয়ার্ড নং ৯৩, পোস্ট ও থানা- রানিগঞ্জ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - ১৮ ফুট মোরম রোড, দক্ষিণ- অন্যের খালি জমি, পূর্ব- ১৪ ফুট কচ্ছ রোড, পশ্চিম- মন্টু শ'-এর বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রকাশ্যে এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পেটানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে পোচ্ছেন কয়েকজন হামলাকারী। আর সেই দৃশ্যই দাঁড়িয়ে দেখছেন আশপাশের লোকজন। স্ত্রীকে বাঁচাতে জখম স্বামীও হামলাকারীদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার মধ্যেই চলছে হাতে বাঁশ নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতীর মহিলাকে ঘিরে ব্যাপক মারধর। মালদার মোথাবাড়িতে এমন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ব্যাপক শোড়গোল পড়ে গিয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই মঙ্গলবার মালদার মোথাবাড়ি থানার চাঁনপুর এলাকার মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। ইতিমধ্যে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে খোঁজ শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। আর এমন ঘটনার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে। যদিও এই বিষয়টিকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে দেখছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

মোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য, 'কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে সেটা জানি না। কিন্তু ঘটনাটি যদি সত্যি হয় সেটা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার কথা পুলিশকে জানানো হয়েছে।' পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত গৃহবধূর নাম পিয়ারী বিবি (৩৫)। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আহত মহিলার স্বামী বাবুল শেখ (৫০)। তিনিও জখম হয়েছেন। তাঁদের এক নাবালিকা মেয়েকেও মারধর করেছে হামলাকারীরা বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিষয়কে ঘিরে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাজমুল শেখের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে বাবুল শেখের পরিবারের। তাজমুল শেখ বাবুলদের কয়েক কাঠা জায়গা জোর করে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সেই জায়গা দখলকে ঘিরেই নতুন করে বিবাদ বাধে। তখনই বাবুল শেখের ওপর প্রথমে হামলা চালায় তাজমুল শেখ ও তাঁর দলবল। সেই সময় স্বামীকে বাঁচাতে গিয়েই আক্রান্ত হন ওই গৃহবধূ। হামলাকারীরা রাস্তায় ফেলে ওই মহিলাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ।

আহত মহিলার স্বামী বাবুল শেখ বলেন, 'ওরা আমাদের জমি জোর করে দখল করতে চাইছে। তারই প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এরপরই অভিযুক্ত তাজমুল শেখ একটি রাজনৈতিক দলের মদত নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। রাস্তায় ফেলে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়েছে। পুলিশকে পুরো ঘটনার অভিযোগ জানিয়েছি। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।' মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

৮০টি মাটির বাড়ি ভেঙে গৃহহীন বহু পরিবার, এমপি-এমএলএদের এলাকায় দেখা নেই, দাবি সাধারণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত কয়েকদিন টানা নিম্নচাপের বৃষ্টি আর যার জেরে দিকে দিকে ভোগান্তির ছবি। একই ভাবে ইন্দাস ব্লক এলাকা জুড়ে মোট ৮০টি মাটির বাড়ি ভেঙেছে। গৃহীন অবস্থায় বহু পরিবার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৃহহীনদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ত্রাণশিবিরে। অসহায়দের পাশে রয়েছে প্রশাসন জানাচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। অন্যদিকে দুর্গত মানুষদের দাবি, এলাকার মানুষ চরম সমস্যায় রয়েছে। এই সময় এলাকায় যে সমস্ত এমপি, এমএলএরা রয়েছেন তাঁদের দেখা নেই। অন্যদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে।

ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদের দাবি, কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা টাকা আটকে রেখেছে তাই সাধারণ মানুষ ঘর পাচ্ছে না। যে সমস্ত অসহায় মানুষদের মাটির বাড়ি ভেঙেছে তাদের প্রত্যেকেরই আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছে। কেন্দ্র সরকার সময়মত আবাস যোজনা টাকা দিলে হয়তো এই দুর্ভোগে পড়তে হত না এলাকার মানুষদের। এলাকায় রয়েছে বিজেপির এমপি, এমএলএ মানুষের সমস্যার সময়ে পাশে দাঁড়ায় না শুধু ভোটের সময় রাজনীতি করতে আসে। তিনি এমপি এমএলএদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কেন্দ্রকে চিঠি লিখুন আবাস যোজনার টাকা ছাড়তে বলুন এই অসহায় মানুষগুলির জন্য।'

ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত জানান, এখনও পর্যন্ত ইন্দাস ব্লক এলাকায় আশিটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। অসহায় হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষরা। পাশাপাশি অসহায় দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে তাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি আরও মাটির বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশা করছেন তিনি। অন্যদিকে এই সমস্ত মানুষগুলো দ্রুত কী ভাবে সরকারি বাড়ি পায় তার সুবন্দোবস্ত করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ডিভিসি জল ছাড়ল আড়াই লাখ কিউসেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়ালো ডিভিসি। এদিন বেলা ১১ টার পর থেকে আড়াই লাখ কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু হল। মাইথন জল ছাড়া শুরু করল ১ লাখ ৮০ হাজার কিউসেক হারে। পাঞ্চেত জল ছাড়া শুরু করল ৭০ হাজার কিউসেক হারে।

যদিও মঙ্গলবার সকালে থেকে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫০০ কিউসেক হরে জল ছাড়া শুরু করেছিল ডিভিসি। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা জেলার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে ডিভিসির দুই জলাধারে জল বাড়ছে। তাই ডিভিসির দুই জলাধার মাইথন ও পঞ্চায়েত জল ছাড়া শুরু করে। সোমবার সন্ধ্যে থেকেই জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ছিল। এই দুই জলাধারের জল মাইথন ও পাঞ্চেত এই দুই জলাধারের জল বরাকর ও দামোদর নদী বেয়ে দুর্গাপুর ব্যারেজে পৌঁছয়। ফলে সেখান থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়বে।

ডিভিসি জানিয়েছে, নিম্নচাপের জন্য আসানসোল দুর্গাপুরের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অনবরত বৃষ্টি শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের তিলাইয়া, কোনার ও তেনুঘাট থেকে জল ছাড়ার পর মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে জল জমতে শুরু করে। পাঞ্চেতের বিপদসীমা ৪২৫ একরফিট আর মাইথনের বিপদসীমা ৪৯০ একরফিট। ডিভিসির এই দুই জলাধারের বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর জল ছাড়া শুরু হল যা আগামী সময়ে বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নদীর বাঁধ ভেঙে খানাকুলের বহু গ্রাম প্লাবিত, ভয়াবহ পরিস্থিতি বন্দর এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জল যন্ত্রণা কমেনি খানাকুলে। আবারও নদীর বাঁধ ভাঙল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকায়। প্লাবিত একাধিক গ্রাম। সকাল থেকেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল খানাকুলের রূপনারায়ণ নদ। সেই জলের চাপে বারবার ফাটল দেখা দিচ্ছিল নদীর বাঁধে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রশাসনের উদ্যোগে চলছিল বাঁধ মেরামতির কাজ। তারপরেও শেষ রক্ষা হল না। রূপনারায়ণ নদের জলের চাপে ভেঙে গেল খানাকুলের বন্দরের জেলেপাড়া এলাকার নদীর বাঁধ। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই খানাকুলের রূপনারায়ণ নদের জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল। ঘাটালের দিক থেকে শিলাবতী ও আরামবাগের দিক থেকে দ্বারকেশ্বর, এই দুই নদের মিলিত জলে ব্যাপক ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী।

খানাকুলের বন্দর-ধান্যঘরীতে দ্বারকেশ্বর ও ঘাটালের শিলাবতী নদী এই স্থানে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ সৃষ্টি হয়েছে। আর এখান থেকেই রূপনারায়ণ বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছিল। অন্যদিকে বন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে খানাকুলের পানশিউলিতে দামোদরের শাখা নদী মুণ্ডেশ্বরী রূপনারায়ণে মিশেছে। একদিকে রূপনারায়ণের জলের চাপ অন্যদিকে মুন্ডেশ্বরী হয়ে ডিভিসির ছাড়া জল খানাকুলে ঢোকামাত্রই ভয়াবহ রূপ নেয় বন্যা পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই পানশিউলি বাজার জলের তলায়। হু হু করে জল ঢুকছে খানাকুলের বিভিন্ন গ্রামে।

এদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই জলে বিপদ বাড়াবে খানাকুল ও পুরশুড়ার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু গ্রাম। মঙ্গলবার বন্যা কবলিত গোঘাটের পাবা আর হাজিপুর পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলার ডিএম মুক্তা আর্য এবং আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

তবে একদিকে বাঁধ মেরামত নিয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের তুলোধনা করছেন আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি।

তিনি বলছেন, 'ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বন্যা মোকাবিলায় টিম গঠন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান তার কথা বলেছেন।' কিন্তু এই বিষয়ে প্রস্তুত আছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন মানস ভুঁইয়া। মঙ্গলবার মেদিনীপুর ও ঘাটাল হয়ে আরামবাগে আসেন তিনি। এখানে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কথা বলেন। এর পাশাপাশি একবারে কেন এত জল ছাড়া হল সেই নিয়েই তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের এখন একটাই কাজ বন্যার মোকাবিলা করা ও বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন আমাদের সকলকে এক হয়ে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।'

কারখানার সুপারভাইজারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবারই হুগলির সাহাগঞ্জে এক কারখানার সুপারভাইজার পাপ্পু দাসকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন। মঙ্গলবার তিন জনকে গ্রেপ্তার করেন চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন সাব কনট্রাকটর ও দু'জন শ্রমিক। ধৃতরা হলেন শ্যামসুন্দর সাউ। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ে। অপরজন হলেন বান্টি দাস ও সরবন দাস। তাঁদের বাড়ি সাহাগঞ্জের মোল্লাপোতা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বকর্মা পুজোর খাওয়া-দাওয়ার জন্য টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা তৈরি হয়েছিল। তার জেরেই ওই সুপারভাইজার খুন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলবে তল্লাশি।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কাকদ্বীপ শাখা

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

''ললিত ভিলা'' গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭

দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতার** প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

নোটিশের তারিখ/ অ্যাকাউন্ট নাম/ এনপিএ তারিখ	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	সুবিধার প্রকৃতি এবং ধরন/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪/ শ্রী অমিত কুমার ভকত/ এনপিএ তারিখ : ০৯.০৭.২০২৪	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অমিত কুমার ভকত** বিদ্যানগর, গণেশপুর, পো. কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭	**১. টার্ম লোন** **ক) বরোদা মর্টগেজ লোন সম্পত্তির বিনিময়ে (টিএল ৩৮১৪০৬০০০০০৫২১)** **সীমা : ২২.০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ১০.২০ শতাংশ** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ১৩,২২,৯৫৮.৬৯ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী) **খ) ভেহিকেল লোন (টিএল ৩৮১৪০৬০০০০১৩৫৭)** **সীমা : ৪০.০০ লাখ টাকা** **সুদের হার : ৯.৫৫ শতাংশ** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৩৩,৭১,৮৪৭ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী) **মোট :** **সীমা : ৬২.০০ লাখ টাকা** **০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৪৬,৯৪,৮০৫.৬৯ টাকা** (অপ্রদেয় সুদ, অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ নির্দিষ্ট তারিখ ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী)	ঋণগ্রহীতা : শ্রী অমিত কুমার ভকত, বিদ্যানগর, গণেশপুর, পো:কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭। ---- সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমি (দোতলা বাণিজ্যিক ভবন সীমাপাঁচিল দিয়ে ঘেরা অবস্থিত মৌজা : গণেশপুর, জেএল নং ১১, বর্তমান বিএল এবং এলআর খতিয়ান নং ১১১৩৭, আরএস খতিয়ান নং ২৩২৩ (সিএস খতিয়ান নং ০৯৫১) বর্তমান বিএল এবং এলআর দাগ নং ৩৮১, আরএস দাগ নং ২৬৩৯/৭৩৮৫, কালেক্টর জেলা : তৌজি নং ২৭১৪, পরগনা : সুন্দরবন, বর্তমানে স্থানীয় প্রতাপ -আদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কাকদ্বীপ, বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রী অমিত কুমার ভকত, পিতা প্রয়াত শ্রী বিজয় কুমার ভকত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জয়কৃষ্ণ দাস এবং বিজয় কুমার ভকত এর জমি; **দক্ষিণে :** উৎপল কুমার চক্রবর্তীর জমি; **পূর্বে :** জমি সিএস দাগ নং ৫৩৩; **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং নিকাশি। **ভেহিকেল দায়বদ্ধ :** টয়োটা ফরচুনার লেজেন্ডার, সাদা পার্ল এবং এ কালো (ডব্লুবি০৬এক্স৬২৫৪)।

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে এবং রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালেরসিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪, স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 08.07.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. সঞ্জীব দাস 2. উর্মিলা মিত্র 3. মেসার্স কানন জুয়েলার্স (এটির মালিক সঞ্জীব দাসের মাধ্যমে)	সম্পত্তির সমস্ত খুঁটিনাটি ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং. 3 যার পরিমাপ 720 বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এবং যা রাধাকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ - ii নামে পরিচিত এবং যা কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, উপরের তলার ছাদ, কমন স্পেস, ড্রেন, লিফ্ট, স্যানিটারি চেম্বার, জলের ট্যাঙ্ক, মোটর পাম্প, পাইপ লাইন প্রভৃতি সহ এবং যেটি সেই জমির উপর তৈরি এবং নির্মাণ করা হয়েছে যার পরিমাপ 17.56 দশমিক যা L.R খতিয়ান নং. 37/5, 37/6 এবং 37/7 এর অধীনে দাগ নং. 490 এর সাথে সম্পর্কিত R.s দাগ নং. 426-এর অংশ, J.l. নং. 99 মৌজা - কালীপুর ডানকুনি থানার অধীনে হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার 18 নং. পৌর ওয়ার্ডে অধীনে। সীমানা: পূর্ব – ফ্ল্যাট নং. 6; পশ্চিম – ফ্ল্যাট নং. 1; উত্তর – খোলা স্থান; দক্ষিণ – সিঁড়ির দিকে যাওয়ার কমন প্যাসেজ	H1729924 08210152 16 এবং H1729924 08210152 16L	19/06/2024	টা. 1,36,800/-	টা. 21,96,093.05/-	টা. 13,68,000/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	21/10/2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।
1. মেসার্স মোহিত স্টিল কর্পোরেশন। (এটির মালিক জয় প্রকাশ কেডিয়ার মাধ্যমে) 2. জয় প্রকাশ কেডিয়া 3. সুলোচনা কেডিয়া	ফ্ল্যাট নং 1st-k যার পরিমাপ কম বেশি 1064 বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যা বিল্ডিংটির প্রথম তলায় অবস্থিত যা ব্লক নং II নামে পরিচিত, খতিয়ান নং. 2599 এবং 2600 এর অধীনে দাগ নং. 18089 এবং 18090 এর উপর নির্মিত মৌজা বালি J.l. নং. 14 দ্বারা সমন্বিত, বর্তমানে হোল্ডিং নং./ প্রেমিসেস নং. 322 হিসাবে পরিচিত, জি.টি. রোড, হাওড়া, উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উল্লিখিত জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের অবিভক্ত কমন এরিয়া বা অংশের সাথে এবং উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য উক্ত জমিতে এবং অন্যান্য সমস্ত সহজবোধ্য অধিকার সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ একসাথে বালি পৌরসভার অধীনে অবস্থিত, থানা বালি, পোস্ট অফিস বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া। সীমানা: পূর্ব – বাড়ি যা শৈলেন্দ্র মান্না দ্বারা দখলকৃত; পশ্চিম – জি.টি. রোড; উত্তর – পৌর ড্রেন; দক্ষিণ – বাড়ি নং 5/1, জি.টি. রোড, বেলুরমাঠ, হাওড়া, যা মেসার্স ইন্দো জাপান স্টিল লিমিটেড দ্বারা দখলকৃত।	H1729927 09210214 42 এবং H1729928 09210149 26	02/09/2024	টা. 3,63,888/-	টা. 49,30,738.01	টা. 36,38,880/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	21/10/2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোড়ে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **20/10/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **21/10/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **22/10/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 18.09.2024 — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank

সারফেসি আইন অধীনে আগ্রহ প্রকাশক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞপ্তি
প্রিয় মহাশয়,
অনুগ্রহ করে অবগত হন নিম্নস্বাক্ষরকারী/পিএনবি, সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ, এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত দখল নোটিশ যখন নিম্নে উল্লিখিত সম্পদ সমূহের দখল নেওয়া হয়েছিল।

ক্রম নং ১

CS/MSD/Sale Notice/445-447/2024-25 — শাখা - বহরমপুর (০২২৯২০) — তারিখ - ০২.০৮.২০২৪

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/বন্ধকদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
দেবাশিস চক্রবর্তী পিতা জীবানন্দ চক্রবর্তী, ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চালতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫, **রীনা চক্রবর্তী (জামিনদাতা)** স্বামী দেবাশিস চক্রবর্তী, ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চালতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক অফিস স্পেস ইউনিট নং ২/৫, একতলায় জি-৫ তলা আরসিসি কাঠামোর নির্মাণ ভবনে নাম ''গোধূলী আবাসন'', সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৯ বর্গফুট (আনুমানিক), হোল্ডিং নং ৫৭, বিবেকানন্দ পল্লি, ভাকুরি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অবস্থিত মৌজা : গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, সিএস প্লট নং ২৬৪১, এলআর প্লট নং ৬৬৭৩, আরএস প্লট নং ২৭৮০, সিএস খতিয়ান নং ১২১২, এলআর খতিয়ান নং ১৩০৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৮, জমির শ্রেণি : ভিটা, মোট পরিমাণ এরিয়া ১.১৬৫ একর, এর মধ্যে ০.৬৬ একর নির্দিষ্ট এর মধ্যে ০.২৮০৫ একর, বিক্রয় দলিল নং ১৮৩২-২০১৬ সালের; পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : দেবাশিস চক্রবর্তী** পিতা জীবানন্দ চক্রবর্তী। ভাকুরি, ঠাকুরপাড়া, পো : চলতিয়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৫, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গুরুকৃপা ইমিটেশন কসমেটিকস, দক্ষিণে : নীল ইলেক্ট্রিকস, পূর্বে : তালবাগান রোড, পশ্চিমে : গোধূলী আবাসনের অংশ।	ক) ০৭.০১.২০২২ খ) ২১.০৪.২০২২ গ) ৬,৫৬,৭৯০.১৯ টাকা (ছয় লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশ নব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা) ০৭.০১.২০২২ অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ

ক্রম নং ২

CS/MSD/Intended Sale Notice/432-434/2024-25/ — শাখা - নগর — তারিখ - ০২.০৮.২০২৪

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/বন্ধকদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
গোলাম রসুল মন্ডল পিতা খোদাবক্স মন্ডল, গ্রাম : নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নগর, থানা : খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৫৯; **নাসিমা কবীর,** স্বামী গোলাম রসুল মন্ডল, গ্রাম : নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নগর, থানা : খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৫৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং ২৬৩০, খতিয়ান নং ৩৬০৯ এবং ৩৬১০, মৌজা : আতাই, জেএল নং ১২, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ আনুমানিক৫.১৭ডেসিমেল, গোলাম রসুল মন্ডলের নামে, পিতা খোদাবক্স মন্ডল এবং নাসিমা কবীর স্বামী গোলাম রসুল মন্ডল। **স্বত্বাধিকারী : ১. গোলাম রসুল মন্ডল,** পিতা খোদাবক্স মন্ডল, **২. নাসিমা কবীর** স্বামী গোলাম রসুল মন্ডল। গ্রাম : নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পো : নগর, থানা : খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৫৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রাজ কুমার সেন, দক্ষিণে : মহসিন মোমিন, পূর্বে : সামরুল শেখ, পশ্চিমে : মহমেনা বিবি।	ক) ১৫.০২.২০২০ খ) ০৮.০৬.২০২০ গ) ৮,৬৬,৫৪১.০০ টাকা (আট লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশ একচল্লিশ টাকা) ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ

ক্রম নং ৩

CS/MSD/Intended Sale Notice/420-422/2024-25/ — শাখা - বারতনাবাদ — তারিখ - ০২.০৮.২০২৪

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ/বন্ধকদাতা গণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
মিলন হালদার পিতা কিশোরী হালদার, গ্রাম : ভাতশালা, পো এবং থানা : ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩। **সমর হালদার,** পিতা মন্টু হালদার, গ্রাম : ভাতশালা, পো এবং থানা : ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং ২২৫, এলআর খতিয়ান নং ২২০২, মৌজা : ভাতশালা, জেএল নং ৩৫, এরিয়া পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, থানা : ডোমকল,জেলা : মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : মিলন হালদার,** পিতা কিশোরী হালদার, গ্রাম : ভাতশালা, পো :বসন্তপুর, থানা : ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রফিকুল ইসলামের সম্পত্তি, দক্ষিণে : আলমগীর এর সম্পত্তি, পূর্বে : নদী, পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ০৭.১০.২০১৬ খ) ৩১.০১.২০১৭ গ) ৬,৯৮,৩৩৪.০০ টাকা (ছয় লাখ আটানব্বই হাজার তিনশ চৌত্রিশ টাকা) ০৭.১০.২০১৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ

এই বিষয়ে, আপনাকে এতদ্বারা উল্লিখিত সম্পদের দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং ব্যয় সহ উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত আরও সুদ এবং ব্যয় সহ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং তারপরে এটি সংরক্ষণের জন্য, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উপরোক্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারেন। যদি আপনি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বকেয়া আদায়ের জন্য পূর্বোক্ত সম্পদ বিক্রি করতে এবং পূর্বোক্ত আইন এবং বিধির বিধান অনুযায়ী বিবেচিত অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন বকেয়া আদায়ের জন্য।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জামিনদত্ত ঋণদাতা

হকিতে চিনকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরা ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ার হকিতে ভারতের রাজত্ব। গতবারের মতো এবারও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিজেদের দখলে রাখল ভারত। চিনের মাটিতে তাদেরকেই হারিয়ে তেরঙ্গা পতাকা পুঁতে দিলেন হরমনপ্রীতরা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল টিম ইন্ডিয়া। যুগরাজের গোলে ফাইনালে তারা চিনকে হারাল ১-০ ব্যবধানে।

মাস খানেক আগে প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন হরমনপ্রীতরা। এশিয়া সেরার প্রতিযোগিতাতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভারত। গ্রুপ পর্যায়ে চিন, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, পাকিস্তান, জাপান সব দলই পর্যুদস্ত হয়েছে ভারতের কাছে। সেমিফাইনালে একতরফা লড়াইয়ে ফের হারিয়েছিল কোরিয়াকে। আর ফাইনালে সুখজিৎরা আবার হারালেন চিনকে।

তবে গ্রুপ পর্বের মতো এদিনের ম্যাচটা সহজ হল না। গোটা ম্যাচ জুড়ে আধিপত্য রাখলেও সহজে গোলের দেখা মেলেনি। একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে যান মণদীপ-আড়াইজিৎরা। কিন্তু চিনের মরিয়া ডিফেন্সকে ভাঙা সহজ হয়নি। টুর্নামেন্টে ভারতের সর্বোচ্চ গোলদাতা হরমনপ্রীত পেনাল্টি কর্নার থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। বরং প্রথমার্ধে দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করেন চিনের প্লেয়াররা। ভালো সেভ করেন গোলকিপার কৃষাণ পাঠক।

প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধে বরং বেশ কয়েকবার ভারতকে বেগ দিয়েছিল চিন। বলের দখলেও তারা এগিয়ে ছিল। তৃতীয় কোয়ার্টারেও গোল করতে পারেনি কোনও দল। শেষ পর্যন্ত গোলের মুখ খোলেন যুগরাজ সিং। ম্যাচের তখন আর ৯ মিনিট বাকি।

অভিষেকের থেকে বল ধরে যুগরাজের দুরন্ত শটে ভেঙে পড়ে চিনের যাবতীয় প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ওই এক গোলই ব্যবধান গড়ে দেয়। চিনকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আরও একবার জিতে নিল ভারত।

পাক খেলোয়াড়দের হাতে চিনের পতাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে নয়, চিনকে সমর্থন করলেন পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়েরা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকির সেমিফাইনালে চিনের কাছেই টাইব্রেকারে হেরেছিলেন আম্মাদ বাট, মহম্মদ উমর ভুট্ট, আবু মহম্মদেরা। ফাইনালে সেই চিনের হয়েই গলা ফাটালেন পাকিস্তানের হকি খেলোয়াড়েরা।

মঙ্গলবার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং চিন। এই ম্যাচের আগে তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হয় পাকিস্তান। সেই ম্যাচ ৫-২ ব্যবধানে জেতার পরও স্টেডিয়ামেই ছিল গোটা পাকিস্তান দল। গ্যালারিতে বসে ভারত-চিন ফাইনাল দেখেন তাঁরা। অধিনায়ক বাট-সহ পাকিস্তানের সব খেলোয়াড়েরা সারাক্ষণ সমর্থন করলেন চিনকে। চিনের খেলোয়াড়েরা আক্রমণে উঠলেই চিৎকার করে নাগাড়ে উৎসাহিত করেন পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের হাতে ছিল চিনের জাতীয় পতাকাও। সেই

ছবি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

পাকিস্তানের হকি দলের সমর্থন পেয়েও অবশ্য জিততে পারেনি চিন। ফাইনালে ১-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। চিন অত্যন্ত রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়ে ৫০ মিনিট পর্যন্ত ভারতীয় দলকে আটকে রাখলেও লাভ হয়নি। ৫১ মিনিটে ভারতের হয়ে গোল করেন যুগরাজ সিংহ। ভারত এগিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের কিছুটা হতাশও দেখিয়েছে।

‘ভারতকে হারিয়ে সবাই মজা পায়, মজা নিতে দিন’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিপক্ষে টেস্ট জয় এখনো অধরা বাংলাদেশের। ১৩ টেস্ট খেলে ১১ টিতেই হার। এর মধ্যে পাঁচটিতে হার ইনিংস ব্যবধানে। ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে ও ২০১৫ সালে ফতুল্লায় যে দুটি টেস্ট ড্র করেছে, তাতে ছিল বৃষ্টির আশীর্বাদ।

কিন্তু কখনো হারাতে পারেনি বলে যে এবারও পারবে না বাংলাদেশ, এমন তো কোনো কথা নেই। মাসখানেক আগে টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষেও বাংলাদেশের পরিসংখ্যান এমনই ছিল। ১৩ টেস্ট খেলে ১২টিতে হার, একটি ড্র। সেই বাংলাদেশ সর্বশেষ পাকিস্তান সফরে সিরিজ জিতেছে দাপটের সঙ্গে, পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে ২-০ ব্যবধানে।

ভারতের বিপক্ষেও কি তাহলে এবার নতুন কিছু দেখা যাবে? উত্তরটা সময়ই দেবে। তবে এই বাংলাদেশকে যে আগের মতো হালকাভাবে নেওয়া যাবে না, তা এরই মধ্যে বলে দিয়েছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্কার।

এই বাংলাদেশের অন্য রকম কিছু করার সামর্থ্য আছে বলে মনে করেন ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলেও। এবার বাংলাদেশের ড্রেসিং রুমে কান পাতলেও শোনা যাবে এক বাড়তি আত্মবিশ্বাসের সুর।

গাভাস্কারদের সতর্কবার্তা, বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংবাদমাধ্যমেও অনেক লেখালেখি হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আজ চেন্নাইয়ে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার সংবাদ সম্মেলনেও প্রসঙ্গটা এসেছে। বাংলাদেশ দল ভারতকে এবার হারিয়ে দিতে পারে, এটা কতটুকু বাস্তব?

রোহিত অবশ্য উত্তরটা দিয়েছেন হালকা চালেই, তবে এর মধ্যেও আছে এক প্রচ্ছন্ন হুমকি, ‘সবাই ভারতকে হারাতে চায়। ভারতকে হারিয়ে সবাই মজা পায়। ঠিক আছে, ওদের মজা নিতে দিন। ইংল্যান্ডও তো আমাদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু আমাদের কাজ মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে জবাব দেওয়া। যখন ইংল্যান্ড এসেছিল, সংবাদ সম্মেলনে অনেক কথা হচ্ছিল। কিন্তু আমরা কথা শুনে মনোযোগ হারাইনি, নিজেদের খেলায় মনোযোগ দিয়েছিলাম। এবারও আমাদের একই লক্ষ্য; ভালো ক্রিকেট খেলা এবং ম্যাচ জেতা।’

শুধু এসব কথাবার্তার জবাব দেওয়ার জন্যই নয়, রোহিতের কাছে এই সিরিজ জেতাটার আরও বড় গুরুত্ব আছে, ‘এই সিরিজের পর আমাদের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টেস্ট এবং তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল পৌঁছানোর জন্য আমাদের সব ম্যাচেই জিততে হবে।’

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বেআইনি নির্মাণেও বুলডোজার নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: আগামী ১ অক্টোবরের পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত দেশের কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ‘বেআইনি নির্মাণ’ ভাঙার যুক্তি দিয়ে বুলডোজার চালাতে পারবে না। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশে বলেছে, ‘এমনকি, একটিও বেআইনি নির্মাণ যদি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়, তা হবে আমাদের সংবিধানের চেতনার পরিপন্থী।’

তবে সরকারি রাস্তা, জলাশয়, রেললাইনের ধার বা ফুটপাথ জবরদখল করে গড়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণের ভাঙার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে বিচারপতির বেঞ্চ। কেবলমাত্র বেসরকারি জমিতে গড়ে ওঠা নির্মাণের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত, অপরাধের মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজারের

মাধ্যমে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। গত ২ সেপ্টেম্বর সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে। আদালতে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর উদ্দেশে দুই বিচারপতির বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘অভিযুক্ত হলেই কী ভাবে একজনের বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়? দোষী সাব্যস্ত হলেও ভেঙে ফেলা যায় না।’

জবাবে সলিসিটর জেনারেল বলেছিলেন, ‘এই ধরনের পদক্ষেপ তখনই করা হয়, যখন কোনও বাড়ি বা কাঠামো অবৈধ ভাবে তৈরি হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।’ বিচারপতি গাভাই সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশে বলেন, ‘যদি আপনারা এটি মেনে নেন, তবে আমরা এর ভিত্তিতে নিয়মবিধি তৈরি করে দেব।’ কেন বুলডোজারের মাধ্যমে বাড়ি ভাঙার ঘটনা ঠেকাতে নির্দেশিকা দেওয়া হবে না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বিশ্বনাথন। মঙ্গলবার বুলডোজার ব্যবহারে স্থগিতাদেশ দিয়ে শীর্ষ আদালত কার্যত সেই পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে বলে আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন।

প্রসঙ্গত, দেশের বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, বিজেপি এবং তাদের শরিক দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই অভিযুক্তের বাড়ি বুলডোজার নিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে নিশানা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের কাজের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুলডোজার দিয়ে অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সরকারের বিরুদ্ধে রয়েছে একই অভিযোগ।

ছত্তিশগড়ে শিক্ষককে পিটিয়ে খুন করল মাওবাদীরা

রায়পুর, ১৭ সেপ্টেম্বর: দুই গ্রামবাসীর পর এ বার শিক্ষককে পিটিয়ে, শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত শিক্ষকের নাম দুড়হী অর্জুন। তিনি মাওবাদী প্রভাবিত বস্তারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাদূত হিসাবে কাজ করতেন।

‘শিক্ষাদূতেরা’ হলেন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক। যাঁদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজের উদ্যোগে শিক্ষকতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এক বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয় ‘শিক্ষাদূত’ খুন হলেন বস্তারে। গত বছরের জুনে কাওয়াসি সুক্কা নামে এক ‘শিক্ষাদূত’কে খুন হতে হয়েছিল মাওবাদীদের হাতে। রাজ্যের মাওবাদী প্রভাবিত জেলাগুলিতে দু’দশক ধরে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে। অর্জুনের মতো কিছু ‘শিক্ষাদূত’দের উদ্যোগে সেই সব স্কুলগুলি আবার খুলতে শুরু করেছে। স্কুলগুলিতে আবার পড়াশোনাও শুরু হয়েছে। এ বার সেই উদ্যোগকে থামিয়ে দিতে ‘শিক্ষাদূত’দের নিশানা বানানো হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, দান্তেওয়াড়ার গোন্ডাপল্লির বাসিন্দা অর্জুন। তাঁকে প্রথমে অপহরণ করা হয়। তার পর ‘জন আদালত’-এ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। দিন কয়েক আগেই বিজাপুরে দুই গ্রামবাসীকে খুনের অভিযোগ ওঠে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে।

বাইডেন-কমলাকে নিয়ে মাস্কের মন্তব্যে সমালোচনা

ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বর: ‘প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে তো কেউ হত্যার চেষ্টা করে না’; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এমনই মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। তাঁর ওই মন্তব্য ঘিরে চলছে সমালোচনা। আমেরিকার নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী সিক্রেট সার্ভিসও জানিয়েছে, তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছে।

ফ্লোরিডা রাজ্যে গত রবিবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে ধারণা দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। ওই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরই এক্সে মন্তব্যটি করেন মাস্ক। দু’জনের সম্পর্ক বেশ উষ্ণ। পরে অবশ্য মন্তব্যটি মুছে দেন মাস্ক। এটাও বলেন, নিতান্তই মজাচ্ছলে কথাটি বলেছিলেন তিনি।

মাস্কের এক্স পোস্টের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির অনেক ব্যবহারকারী এর সমালোচনা করেছেন। অনেকের অভিযোগ, বাইডেন ও কমলার বিরুদ্ধে ওই পোস্ট উসকানি হিসেবে কাজ করবে। এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসও এর নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এমন বক্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন। বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, ‘হিংসতার ঘটনায় শুধু নিন্দা জানানো যেতে পারে। কখনওই এমন ঘটনাকে উৎসাহিত করা বা এ নিয়ে মজা করা যাবে না।’ আরও বলা হয়, ‘আমাদের দেশে কখনওই রাজনৈতিক সহিংসতা বা অন্য কোনও ধরনের হিংসতার স্থান দেওয়া উচিত হবে না।’

মাস্কের মন্তব্যটি নিয়ে কথা বলতে সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিবিসি। আমেরিকার বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে এই বাহিনী। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, তারা তদন্তাধীন কোনও বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে না। তারা যাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে, তাঁদের ওপর থাকা সব হুমকি তদন্ত করা হয়।

এক্সে মন্তব্যটি মুছে দেওয়ার পর আবার একটি মন্তব্য করেন ইলন মাস্ক। তাতে তিনি বলেন, ‘আমি একটি শিক্ষা পেয়েছি। তা হল, আমি এক্স পোস্টে কোনও গোষ্ঠীকে কিছু বললাম, আর তারা হাসল। এর অর্থ এই নয় যে সেটি শেষ পর্যন্ত অতটাও হাস্যকর হতে চলেছে।’

সেপ্টেম্বরেই আমেরিকা সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর: সেপ্টেম্বরেই মার্কিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, মোদির আমেরিকা সফর চলবে ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর। কোয়াড সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেবেন বলেও জানা গিয়েছে। আগামী নভেম্বর মাসে মার্কিন মুলুকে নির্বাচন। ঠিক তার আগে মোদির সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডাকা কোয়াড সম্মেলনে অংশ নেবেন মোদি। কোয়াড-এর অন্য সদস্যরা হল আমেরিকা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া। এই সম্মেলনে গত এক বছরের কাজের পর্যালোচনা হবে, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ভবিষ্যতের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করবে চার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা।

ফেসবুক, ইনস্টায় একাধিক সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

মস্কো, ১৭ সেপ্টেম্বর: ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও থ্রেডসে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেটা যুক্তরাষ্ট্রের সময় সোমবার এ তথ্য জানায়। আমেরিকার প্রতিষ্ঠানটির অভিযোগ, গোপনে অনলাইন মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে প্রতারণামূলক উপায়ের আশ্রয় নেওয়ায় এসব সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হল।

মেটা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সাবধানতার সঙ্গে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করে আমরা রাশিয়ার আরও কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছি। রোশিয়া সেগোদনিয়া, আরটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বৈশ্বিক ভাবে আমাদের অ্যাপে নিষিদ্ধ করা হলো। অন্যান্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপের করার তৎপরতা চালানোয় এসব সংবাদমাধ্যমকে আমাদের অ্যাপে নিষিদ্ধ করা হল।’ মেটার অ্যাপে একাধিক রুশ সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধের এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া।

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 49/PW/Eng/24 Dt. 12.09.24

Visit to website www.wbtenders.gov.in

For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-QUOTATION

Memo. No. 1918/RM
Date – 17.09.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/ RM/NIQ-9e/2024-25/2ND CALL/SL1 to SL 5
Tender ID : 2024_MAD_752400_1 to 5

Name of the work : i) Supplying of Different Items (Electrical, Stationary, Printing, PWD and Conservency water works Goods) Items as per requirement in Store under Ranaghat Municipality. Last Date of Submission of Bid : **03.10.2024**. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Ranaghat Municipality

Abridged Tender Notice

Executive Engineer, Nadia Irrigation Division, Krishnagar, Nadia invites Short Notice Tender for Seven nos. of work vide **SNIT No. WBIW/EE/NID/SNIT-03/2024-25** under Nadia Irrigation Division. Amount put to tender ranging from Rs. **3,50,000.00 to Rs. 5,00,000.00** Last date & time for receiving of application is on **20-09-2024 upto 17.15 Hrs.**

Other details may be obtained from the office on working days and also from the Departmental website: **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Nadia Irrigation Division
Krishnagar, Nadia

NAYA SANSAR C.H.S. LTD
ALAMPUR, NEW KOLORA, HOWRAH
Invitation of Public Tender

Name of Work : Construction of various works relating co-operative office building at plot no-A-20. Tender Papers will be available from the office of Naya Sansar Co-operative Society Ltd. **between 12.09.2024 to 19.09.2024.** Sale of Tender Form- **12.09.2024 to 19.09.2024.** Date of Submission- **20.09.2024.** Date of Opening- **23.09.2024.** E.M.D.- 10% of the total cost of the job quoted by the tenderer or Rs-100000/- (One Lakh) whichever is lower. Cost of Tender Form- Rs 500/-. **Note-** Tender form should submitted in a sealed envelope addressed to Naya Sansar Co-operative Housing Society Ltd and drop in tender box **before 5PM till 20.09.2024.**

Sd/-Parmjit Singh
Secretary
Naya Sansar C.H.S. Ltd.

Govt. of West Bengal

Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D invite online short tender vide **Short NIeT-14 of 2024-25 Tender ID:- 2024_WBPWD_752404_1.** for the work "Necessary arrangement for repairing and renovation of existing toilets (Doctors rest room & Nurses room) located at different wards/units/depts. of Main Hospital Building & old OPD Building & EyeENT ward of Rampurhat Govt. Medical College and Hospital under **'RATTIERER SAATHI'** Scheme. Detailed downloading done. **http://wbtenders.gov.in.**

Executive Engineer
Birbhum Division, P.W.D.

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

i) e-NIQ has been invited vide **NIQ No. : 740/PWD(BMC), Dated : 10.09.2024** for "Engagement of agency for functioning and operation of Dialysis Unit at different hospitals under BMC". Last Date of Bid Submission : **23.09.2024** up to **3.00 p.m.** Last Date of Submission of Quotation : **25.09.2024** up to **3.00 p.m.**

ii) Quotation has been invited vide **NIQ No. : 781/PWD(BMC), Dated : 17.09.2024** for "Engagement of agency for Development of Software for Property Holding Fixation for BMC". Last Date of Submission of Quotation : **26.09.2024** up to **3.00 p.m.**

Corrigendum, if any will be published in website & Office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, Office Website (**www.bmcwbgov.in**) & Office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas

NIT NO- 42/ ADH_GP/2024-25_Date-13/09/2024 and Published date-14/09/2024
NIT NO- 43/ ADH_GP/ 2024-25_Date-13/09/2024 and Published date-14/09/2024
NOS Scheme- 02 each tender

Document download start date From **14.09.2024,** 9.00A.M (or as per Tender site). Bid submission start day on **14/09/2024** at 9.00 A.M (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **24/09/2024** upto 10.00 A.M (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **27/09/2024** (After 11.00 A.M) or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP

Soma Das, Prodhan
Adhata Gram panchayat

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender Notice No :-003/TBGP/2024-25, 004/TBGP/2024-25, 005/TBGP/2024-25
Date: 17/09/2024
Tender Id- A) 2024_ZPHD_752339_1 to 2024_ZPHD_752339_9, B) 2024_ZPHD_752362_1 to 2024_ZPHD_752362_12, C) 2024_ZPHD_752495

Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Roads/Drain/Solar Water Plant)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**

*** Information to bidders:**

Last date and time for downloading of tender documents	25/09/2024 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	25/09/2024 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	27/09/2024 After 12.00 PM (as per server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আসছে মা সাজছে শহর

বনদেবীর আদলে এবার মা দুর্গার আরাধনা লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার পুজোর তালিকায় লেকটাউনের পুজো ধরা হবে কি না তা নিয়ে একটা বিতর্ক আছেই। তবে দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে এ বিভেদ রাখেন না। তাঁদের কাছে কলকাতার পুজোর তালিকাতেই পড়ে লেকটাউন এলাকার পুজোও। কারণ, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার সব হেভিওয়েট পুজোকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে এরাই। আর লেকটাউনে পুজো দেখতে এসে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের পুজো মণ্ডপে কেউ আসবেন না সেটাও হতে পারে না। কারণ, গত ৬১ বছর ধরে এই পুজো ঐতিহ্য এবং ভাবগম্ভীরতার এক অপূর্ব মিশেল দিয়েছে দর্শনার্থীদের। যা দুর্গা মায়ের আরাধনায় প্রদান করেছে পৃথক এক মাত্রা। এবারের ৬২ বছরের পুজোতেও সেই ট্র্যাডিশনই যে বজায় থাকবে তা নিশ্চিত ভাবে জানিয়েছেন কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের কর্মকর্তারা। ফলে কলকাতার পুজোর আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করতে আসতেই হবে কালিন্দী অধিবাসীবৃন্দের এই পুজোয়।

বাইপাস থেকে যশোর রোডের দিকে একটু এগোতেই ডান হাতে পড়ে এই পুজো মণ্ডপ। স্থান সংকীর্ণতার জেরে পুজোর পরিসর বিরাট যে বড় তা কখওনই বলা যাবে না। তবে এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে প্রতিবছর এক চোখ ধাঁধানো থিম থেকে প্রতিমা দর্শনার্থীদের উপহার দিয়েই চলেছে লেকটাউনের এই ক্লাব। পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, ট্র্যাডিশন অব্যাহত রেখে এবারেও থিম থাকছে নজর কাড়া। নাম রাখা হয়েছে-'জংলি'। সঙ্গে ট্যাগ লাইন, 'ওরা না আমরা'। নামকরণ থেকে স্পষ্ট, থিমের ফোকাল পয়েন্টে রয়েছে প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতিতেই বাস আমাদের সবার। আর মানুষের এই বাসস্থান বা স্থলভাগের মধ্যে ৩৩ শতাংশে রয়েছে গহন বনভূমি। এই গহন বনভূমিতেও রয়েছে মানুষের বিচরণ। তবে তাঁদের সঙ্গে বিভাজন তৈরি করেছে অদৃশ্য এক রেখা। সভ্যতা, সংস্কৃতির নিরিখে সে রেখা মানুষেরই সৃষ্ট। আর এই বিভাজনের একদিকে রয়েছে তথাকথিত সভ্য মানুষের অবস্থান আর অন্যদিকে রয়েছেন বুনো মানুষেরা। খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে আমরা নিজেদের যাঁরা সভ্য বলে দাবি করে থাকি তাঁদের বাস শহর বা গ্রামে। প্রযুক্তির হাত ধরে আমরা এই সভ্য মানুষেরা এগিয়ে চলেছি দ্রুত গতিতে। নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসবহুল জীবন এই সভ্য সমাজের

'কি-ওয়ার্ড'। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে এই বন্য মানুষেরা আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে বলেই দাবি করে থাকি আমরা। আমরা ভুলে যাই তাঁদেরও একটা সমাজ রয়েছে। সেখানেও রয়েছে নানা ধরনের রীতি-নীতি। আমাদের মতো তাঁদেরও রয়েছে পুজো পার্বন। আর এই পুজো মূলত অনুষ্ঠিত হয় বনদেবীর আরাধনার মাধ্যমেই। আমরা যে ভাবে মা দুর্গাকে দেখি ঠিক তেমনই এই বনদেবীও তাঁদের কাছে শক্তির প্রতীক, শান্তি প্রদায়িনী। অর্থাৎ, রূপ পৃথক হলেও আধার সেই একই। আর সেই কারণেই এবার লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ মা দুর্গার আবাহন জানাতে চলেছে বনদেবী রূপেই। তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। পুজোর কর্মকর্তারা জানালেন, এবারের পুজোর মণ্ডপে এলে মনে হবে পিচ-অ্যাসফল্ট বিছানো রুক্ষ শহরের থেকে হঠাৎ-ই তাঁরা প্রবেশ করেছেন এক বনাঞ্চলে। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে দেখা মিলবে নীল আকাশের। আর এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে নজরে আসবে বনদেবীর আদলে মা দুর্গার মূর্তি। এই থিমের পরিকল্পনায় রয়েছে সুবল পাল এবং ক্লাবের সদস্যদের মস্তিষ্ক। কারণ, পুজোর কর্মকর্তাদের লক্ষ্যই ছিল, আমজনতাকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার এক বার্তা দেওয়া। নানা ঘটনায় আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য ভেঙে পড়ার মুখে। বন কেটে উজাড় করে চলছে নানা ধরনের নির্মাণ কাজ। যার প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক ইকোসিস্টেমের ওপর। বহু পাখি থেকে প্রাণী বিলুপ্ত হতে বসেছে এই বনভূমি ধ্বংসের কারণে। যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ তাঁদের বিলাসিতার উপকরণ খুঁজতে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন চালিয়েই যাচ্ছেন। এর জের পোহাতে হবে আমাদেরই ভবিষ্যত প্রজন্মকে। তাই 'শুভস্য শীঘ্রম'। এই সচেতনার পাঠ দেওয়ার উপযুক্ত প্লয়াটফর্ম হিসেবে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব এই দুর্গাপুজোকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা। ক্লাব সদ্যসদের মূল লক্ষ্য, দুর্গতিনাশিনী মায়ের আরাধনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ধরনের অশুভ মানসিকতার বিনাশ হোক। উদয় হোক শুভ মানসিকতার।

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমাও। প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী সুবল পালই। আলোক সজ্জার ভার পড়েছে কৃষ্ণনগরের মা তারা ইলেকট্রিকের ওপর। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আলোক সজ্জা যে হবে তা বলাই বাহুল্য। পুজোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছোট্ট আলাপচারিতায় জানা গেল, তৃতীয়া বা চতুর্থীতে হবে পুজোর উদ্বোধন। বিধায়ক তথা দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এই পুজোর সভাপতি হওয়ায় তিনি যেদিন ফাঁকা থাকবেন সেদিনই হবে উদ্বোধন। এরপর পুজোর ক'টা দিন কেটে যায় চোখের নিমেষে। এর মধ্যে অষ্টমীর দিন ভোগ থাকে সবার জন্য। মায়ের এই ভোগ পান দর্শনার্থীরাও। একাদশীতে হয় মায়ের নিরঞ্জন।

তবে এবারের পুজো নিয়ে একটু হলেও কপালে ভাঁজ পড়েছে পুজো কর্মকর্তাদের। একদিকে রয়েছে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা আর অন্যদিকে রয়েছে আর্থিক সমস্যা। কারণ, পুজো আসতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। অথচ কোথায় যেন এক নিস্পৃহ মনোভাব নজরে আসছে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার। ব্যানার বা হোর্ডিং নিয়ে কথাই হচ্ছে না তাদের সঙ্গে। অথচ মায়ের এই পুজো তো রাজসূয় যজ্ঞের সমান। সেখানে এই সব বহুজাতিক সংস্থার তরফ থেকে সঠিক উদ্যোগ না নেওয়া হলে পুজোর বাজেট নিয়ে এক সমস্যা তৈরি হবেই। এদিকে আবার শেষ মুহূর্তে পুজোর বাজেট কাটছাঁট করাও বেশ সমস্যার। তবে এই সঙ্কট থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব তার পথ দেখাবেন স্বয়ং মা দুর্গা, এমনটাই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। কারণ, মা স্বয়ং যে দুর্গতিনাশিনী।

পুজোর আহার দ্বাদশ বাহার

ঢাকে কাঠি পড়লেই মনটা ফুরফুর করে ওঠে। মনে হয়, দুর্গাপুজোর এই চারটে দিনে খাওয়া-ঘোরা-হুল্লোড়ে যেন কোনও রকমের খামতি না-হয়। রেস্তোঁরায় পেটপুজো তো থাকছেই, বাড়িতেও পরিবারের সকলে মিলে নতুন নতুন ডিশ ট্রাই করে দেখতে পারেন। রইল সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-দশমীর স্পেশ্যাল মেনু।

ইলিশ-মটন না খেলে, এ আবার কীসের পুজো। সপ্তমীর মেনু তাই বেশ ভারী। খাওয়ার সময় আবার ওজন বাড়ার চিন্তা করবেন না যেন!

আনারস ইলিশ

উপকরণ

ইলিশ (৪ টুকরো), মাঝারি মাপের আনারস (১টি), সবুজ এলাচ (১-২টি), তেজপাতা (১-২টি), মৌরি (১-৪ চা চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১ চা চামচ), লঙ্কার গুঁড়ো (হাফ চা চামচ), কাঁচালঙ্কা চেরা (৩-৪টি), আদাবাটা (১ চা চামচ), মৌরিগুঁড়ো (১ টেবিল চামচ), সরষের তেল (৪ টেবিল চামচ), নুন (স্বাদমতো)

পদ্ধতি

আনারস টুকরো করে কেটে নিয়ে কিছুটা রেখে, বাদবাকিটা ব্লেন্ডারে দিয়ে পেস্ট করে নিন। এবার তা থেকে রস বের করে রাখুন। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো আর আদাবাটা অল্প জলে গুলে রাখুন। মাছ নুন-হলুদ মাখিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা করে ভেজে নিন। এবার ওই একই তেলে এলাচ, মৌরি, তেজপাতা আর কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। এবার জলের মধ্যে গুলে রাখা মশলা দিয়ে কষাতে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আনারসের রস আর আনারসের টুকরোগুলো দিন। ১/২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। এবার মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। আরও তিন-চার মিনিট রান্না করুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সেজওয়ান রাইস

উপকরণ

লম্বা দানার বাসমতি চাল (২ কাপ), কুচোনো গাজর (১টি), বিনস (১/৪ কাপ), ক্যাপসিকাম (১টি), পেঁয়াজকলি (৩ টি), সয়া স্যস্ (২ টেবিল চামচ), চিলি স্যস্ (১ টেবিল চামচ), ভিনিগার (১ টেবিল চামচ), আজিনামোটো (১/২ টেবিল চামচ), নুন (স্বাদমতো), পেঁয়াজ কুচি (১টি), তেল (৩-৫ ফোঁটা), রসুন কুচি (১টি), চিকেন স্টক (৪ কাপ)

পদ্ধতি

একটি কড়াইতে তেল গরম করে হালকা আঁচে পেঁয়াজ ভেজে নিন। এরপর গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজকলি এবং মাশরুম কড়াইতে দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ হতে দিন। কয়েক মিনিট পর ঢাকনা খুলে সবজিগুলো ভেজে নিন। প্যানে আর একটু তেল দিয়ে তাতে রসুন কুচি দিয়ে দিন। রসুনের গন্ধ বেরোলে, তাতে চাল দিয়ে অল্প ভাজুন। এবার আগে ভেজে রাখা সবজি দিয়ে একসঙ্গে মেশান। চিকেন স্টক দিয়ে চাল সেদ্ধ করে নিন। চাল সেদ্ধ হলে সব রকম স্যস দিয়ে দিন। বেশি আঁচে ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন সেজওয়ান রাইস।

চট্টগ্রামের কালো-ভুনা

পদ্ধতি

প্রথমেই মাংসগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর অল্প আঁচে প্যানে তেল গরম করতে দিয়ে তাতে ধুয়ে রাখা মাংস, নুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কুচোনো পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা, সোয়া সস, কাঁচা সরষে তেল, দারচিনি, সবুজ এলাচ, তেজপাতা, গোলমরিচ, দই দিন। ৫-১০ মিনিট ভালো করে মিশ্রণটি কষান। এরপর ভাজা পেঁয়াজ ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। মাংস সেদ্ধ করার জন্য প্রেসারকুকারে ২০-৩০ মিনিট বসিয়ে রাখুন। এরপর অন্য একটি প্যানে সাদা তেল, সরষে তেল, ঘি ও গোল গোল করে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। অবশেষে রান্না করা মাংসগুলো দিয়ে দিন। স্বাদমতো নুন ও সামান্য পরিমাণে কালো ভুনা মশলা ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩ মিনিট রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে চট্টগ্রামের কালো ভুনা মশলা।

উপকরণ

সাদা তেল (২ টেবিল চামচ), খাসির মাংস (১কেজি), শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো (১টেবিল চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১ চা চামচ), রসুনবাটা (১ টেবিল চামচ), কুচোনো পেঁয়াজ (হাফ কাপ), শুকনো লঙ্কা (১০-১২টি), সরষে তেল (৩ টেবিল চামচ), সোয়া সস (২ টেবিল চামচ), দারচিনি (২ ইঞ্চি), সবুজ এলাচ (৪-৫টি), গোলমরিচ (৬টি), তেজপাতা (২টি), দই (হাফ কাপ), ভাজা পেঁয়াজ (হাফ কাপ), ঘি (১ টেবিল চামচ), কালো ভুনা মশলা গুঁড়ো (১ টেবিল চামচ), নুন (স্বাদমতো)

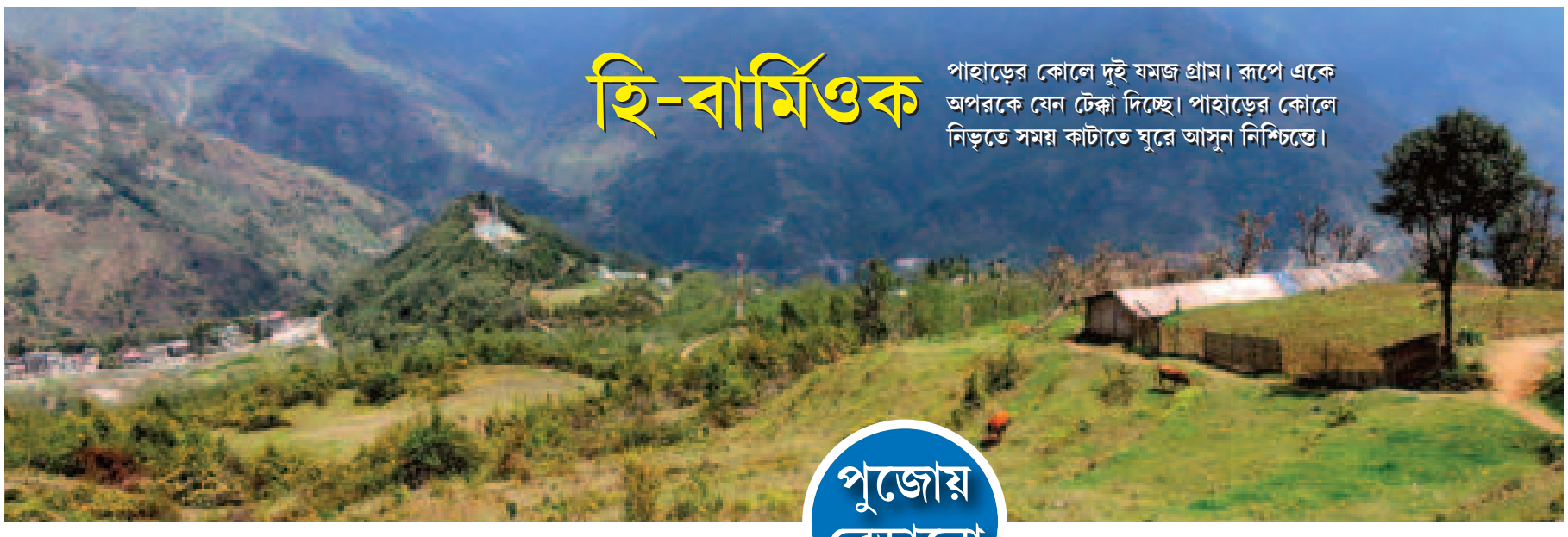

হি-বার্মিওক

পাহাড়ের কোলে দুই যমজ গ্রাম। রূপে একে অপরকে যেন টেক্কা দিচ্ছে। পাহাড়ের কোলে নিভৃতে সময় কাটাতে ঘুরে আসুন নিশ্চিন্তে।

পুজোয় বেড়ানো

চলে যান শ্রীজঙ্ঘা ফলস দর্শনে। মন্দির থেকে গাড়িতে ২ কিমির রাস্তা। পাহাড় বেয়ে খানিকটা এগোলেই চোখে পড়ে ঝরনাটি। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এই ঝরনাটি বেশ নির্জন। গা ছমছমে একটা পরিবেশ। প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতা থেকে জলরাশি আছড়ে পড়ছে কঠিন পাথরে। আর শব্দে যেন মুখরিত গোটা এলাকাটা।

সপ্তাহান্তে ছুটির পাশাপাশি আরও দুটো দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেই ঘুরে আসা সম্ভব হি-বার্মিওক থেকে। সিকিমের এই গ্রাম দু'টি এখনও সেভাবে লোকপ্রচার পায়নি। তাই নির্জনতায় কোনও বাধা আসবে না। প্রকৃতি তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে অপেক্ষা করছে শুধু আপনারই জন্য। সুউচ্চ পর্বত শিখর, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছের সারি, পাহাড়ের কোল দিয়ে সাজানো ছোট ছোট বাড়ি, অখণ্ড অবসরই এই গ্রামদুটোর ইউএসপি।

পশ্চিম সিকিমের এ যেন দুই যমজ কন্যা— হি আর বার্মিওক। পাহাড়ঘেরা পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে হি-বার্মিওকে রয়েছে অনেকগুলো হোম স্টে। তাই থাকার জায়গার কোনও অভাব নেই। পাহাড়ি গ্রামদুটোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই মন ভোলাবে ভ্রমণার্থীদের। তার ওপর রয়েছে বরফ-মোড়া পাহাড় চূড়ার হাতছানি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে গ্রামের বেশ কিছু জায়গা থেকে চোখে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এপ্রিল-মে মাসে রাস্তার দু'ধার দিয়ে ফুটে থাকে থোকা থোকা রডোডেনড্রন। আর বছরভর নানা পাহাড়ি ফুল তো রয়েইছে। দেখলে মনে হয় শিল্পী যেন খুব যত্ন নিয়ে ক্যানভাসে রং-তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য।

কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ৬০০ কিমি। শিলিগুড়ি থেকে ১৫০ কিলোমিটারের একটু বেশি। তিস্তা থেকে সেবক রোড ধরে এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবেন এখানে।

বেশিরভাগ হোম স্টে-তে রয়েছে গাড়ির ব্যবস্থা। দেখে নেওয়া সম্ভব শ্রীজঙ্ঘা ফলস, শ্রীজঙ্ঘা কেভ। ছায়াতালও এই জায়গা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। হাতে অতিরিক্ত একটা দিন সময় থাকলে সেখান থেকেও ঘুরে আসতে পারেন।

কী দেখবেন?

শ্রীজঙ্ঘা মন্দিরটি লিম্বো সম্প্রদায়ের উপাসনাগৃহ। বার্মিওক বাজার থেকে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়ে মন্দিরটি। স্থানীয়দের মধ্যে এটির মান্যতাও খুব। মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি বড় পাথর। কথিত আছে, এটির ওপর বসেই ভক্তদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তাদের ধর্মগুরু।

এরপর চলে যান শ্রীজঙ্ঘা ফলস দর্শনে। মন্দির থেকে গাড়িতে ২ কিমির রাস্তা। তারপরের পথটা যেতে হবে পায়ে হেঁটে। পাহাড় বেয়ে খানিকটা এগোলেই চোখে পড়ে ঝরনাটি। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এই ঝরনাটি বেশ নির্জন। বেশ গা ছমছমে একটা পরিবেশ। প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতা থেকে জলরাশি আছড়ে পড়ছে কঠিন পাথরে। আর সেই শব্দে যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকাটা। পাশেই শ্রীজঙ্ঘা কেভ।

দেখে নিন হি নদীর ধারে গড়ে তোলা হি ওয়াটার পার্ক। যেখানে চোখে পড়বে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিস্ট প্রেয়ার হুইল, যা চালিত হয় জলশক্তি দ্বারা।

পাহাড়ের মাঝে সুইমিং পুলের মজা নিতে পারবেন এখানে। রয়েছে ক্যাফেটরিয়া, দেখুন বার্সে রডোডেনড্রন স্যাঞ্চুয়ারির প্রবেশ দ্বার রেড পান্ডা গেট। হাতে সময় থাকলে একটা ছোট্ট ট্রেকও সেরে নিতে পারেন।

হি-বার্মিওক থেকে পশ্চিম দিকে রয়েছে আলে গুফা। ভগবান শিবের পুজো হয় এখানে। আলে কেভের ওপরেই রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার। সেখান থেকে পাওয়া যাবে হিমালয়ের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ।

বার্মিওক বাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ছায়াতাল। পশ্চিম সিকিমের অন্যতম আকর্ষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাহাড়ের মাঝে একটা ছোট্ট তাল বা লেক। আকাশ পরিষ্কার থাকলে তালের রং গাঢ় সবুজ দেখায়। এখানেও রয়েছে বেশ কয়েক'টি ছোট ছোট হোম স্টে। রয়েছে লেকে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও। ছায়াতাল থেকেও বেশ পরিষ্কার ভাবে চোখে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কখন যেন সময় কেটে যায়।

কীভাবে যাবেন?

শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে পৌঁছে যান এনজেপি। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে হি বা বার্মিওকে। ঘণ্টা চারেকের জার্নি। তবে চাইলে শেয়ার গাড়িতেও যেতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে শাটল জিপে করে মাল্লি বা জোরথাং। সেখান থেকে আরেকটি শেয়ার গাড়িতে হি-বার্মিওক।